ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-241 ■ 2 June, 2026 ■ আগরতলা ২ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১৮ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২০২৬-২৭ অর্থ বছরে

৯৭৫ কোটি ৯১ লাখের বাজেট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। ২০২৬-২৫ অর্থবছরে আগরতলা পুর নিগম ৯৭৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেছে। বাজেটে ঘাটতি ৯৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। তবে নতুন কোনও কর আরোপের প্রস্তাব রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।স্বচ্ছ, নির্মল, যানজট মুক্ত এবং আধুনিক আগরতলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবারের বাজেট তৈরী করা হয়েছে। আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, বিভিন্ন জোনের চেয়ারম্যানগণ, এমআইসি সদস্য, অতিরিক্ত পুরকমিশনার সহ নিগমের অন্যান্য আধিকারিকগণ

আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সভায় মেয়র পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন। এদিন তিনি জানান, শহরবাসীর সার্বিক উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

মেয়র বলেন, পুর নিগমের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ই-বাজেট পেশ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত থাকলেও মূলধনী খাতে অধিক ব্যয়ের কারণে সামগ্রিকভাবে ৯৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাজেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়ে মূলধনী ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। পাশাপাশি অর্থায়নের নতুন উৎস হিসেবে ১০০ কোটি টাকার মিউনিসিপ্যাল বন্ড চালুর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া বহিঃসহায়তাপ্রাপ্ত ও কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির ধারাবাহিক বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর ও অন্যান্য নির্ধারিত রাজস্ব উৎসকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনাও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি থেকে উদ্ধার মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১ জুন ।। সাব্রুম মহকুমার বিজয়নগর এলাকার বরখোলায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম তপন মজুমদার (৫৭)।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, তপন মজুমদার শনিবার রাতে বাড়িতে ফেরেননি। তবে তিনি প্রায়ই বিভিন্ন সময় রাতে বাড়ির বাইরে থাকতেন বলে পরিবারের সদস্যরা প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন।

রবিবার সকালে এলাকার একটি জমিতে তপন মজুমদারকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি জানাজানি হতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ১১,২৫০ হেক্টর জমি প্রাকৃতিক চাষের আওতায় আনা লক্ষ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর ও দূষণমুক্ত রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচি ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে।

দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত ভরতচন্দ্র নগর ও রাজনগরে দুইটি নবনির্মিত কৃষি উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আইটি সুবিধাসহ) এবং বিলোনিয়া ডেপুটি ডিরেক্টর নতুন অফিস ভবন উদ্বোধনের পর মন্ত্রী এই কর্মসূচির সূচনা করেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ু ও জল দূষণ, মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ হ্রাস, এবং অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের মতো কারণগুলো এর জন্য দায়ীএ থেকে রাজ্যও মুক্ত নয়।

তিনি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপী ১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা রাজ্যেও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে কৃষকদের মধ্যে প্রাকৃতিক চাষ সম্প্রসারণ এবং তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করে ভোজ্য তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে।

মন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫,৫৫০ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে এবং এতে ১৩,৮৭৫ জন কৃষক যুক্ত রয়েছেন। চলতি বছরে আরও ১১,২৫০ হেক্টর জমি এই ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ফলে বছরের শেষে মোট প্রাকৃতিক চাষের এলাকা দাঁড়াবে ১৬,৮০০ হেক্টর। তিনি জনপ্রতিনিধিদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সার্ভার বিভ্রাট

কলেজে ভর্তির সময়সীমা ৫দিন বাড়ানোর দাবি এসএফআই’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। রাজ্যের বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেও অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় ওয়েবসাইটের সার্ভার বিভ্রাটের কারণে সমস্যায় পড়েছেন বহু ছাত্র-ছাত্রী। অভিযোগ, ভর্তি সংক্রান্ত পোর্টালে বারবার প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পূর্ণ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির একটি প্রতিনিধিদল উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় দেখা দেওয়া প্রযুক্তিগত সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।

এসএফআই-এর দাবি, সার্ভার ডাউন থাকার কারণে বহু শিক্ষার্থী আবেদনপত্র পূরণ করতে পারছেন না। ফলে তারা ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে অনলাইনে ফর্ম পূরণের নির্ধারিত সময়সীমা আরও পাঁচ দিন বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তাই দ্রুত সার্ভারের ত্রুটি দূর করার পাশাপাশি আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এদিকে, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, ৩৫ জনের শপথ

কলকাতা, ১ জুন (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সোমবার লোক ভবনে মোট ৩৫ জন বিজেপি বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর রাজ্যে গঠিত প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে এই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হল।

নবনিযুক্ত ৩৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী (ক্যাবিনেট মন্ত্রী) রয়েছেন। তাঁরা হলেন দীপক বর্মন, তাপস রায়, ডা. শঙ্কর ঘোষ, মনোজ কুমার ওরাঁও, অর্জুন সিং, গৌরী শঙ্কর ঘোষ, স্বপন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, অজয় পোদ্দার, ডা. সারদ্বত মুখার্জি, দুধ কুমার মণ্ডল এবং অনুপ কুমার দাস। তবে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের দপ্তর এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

এই ১৩ জন নতুন পূর্ণমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তির ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৯।

উল্লেখ্য, গত ৯ মে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন আরও পাঁচজন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অগ্নিমিত্রা পাল, দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনীয়া এবং ক্ষুদিরাম টুডু।

এছাড়াও তিনজন বিজেপি বিধায়ক স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তাঁরা হলেন ইন্দ্রনীল খান, মালতী রাভা রায় এবং রাজেশ মাহাতো।

একইসঙ্গে আরও ১৯ জন বিজেপি বিধায়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জোয়েল মুর্মু, হরে কৃষ্ণ বেরা, আনন্দময় বর্মন, অশোক ডিন্ডা, নদিয়ার চাঁদ বাউরি, বিশাল লামা, শান্তনু প্রামাণিক, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, উমেশ রায়, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, কৌশিক চৌধুরী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, দিবাকর ঘরামী, অমিয় কিস্কু, কলিতা মাঝি, গার্গী দাস ঘোষ, বিরাজ বিশ্বাস, দীপঙ্কর জানা এবং সুমনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নামছে জিএমপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ৩০ ও ৩১ মে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ (জিএমপি)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সোমবার সিপিআই(এম) রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেই সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জিএমপি-র সভাপতি রাধাচরণ দেববর্মা, প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ চন্দ্র জমাতিয়া, এবং সংগঠনের নেতা প্রণব দেববর্মা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, এডিসি নির্বাচনের সময় তিপ্রা মথা নিজেদের বিজেপি-বিরোধী শক্তি হিসেবে তুলে ধরে জনজাতি সমাজের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসে। তবে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে মন্তব্য করেন তারা।

নেতৃত্বের দাবি, বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানে তিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্বের অংশগ্রহণ এবং বিধানসভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিজেপির সঙ্গে একই অবস্থান গ্রহণের ঘটনা তাদের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

জিএমপি নেতৃত্বের অভিযোগ, জনজাতি সমাজের স্বার্থ ও দাবিকে সামনে রেখে যে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থানের অমিল রয়েছে। এই বিষয়গুলি জনগণের সামনে তুলে ধরতে এবং জনজাতি অধিকার রক্ষার দাবিতে আগামী দিনেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণসংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে জনজাতি জনগণের বিভিন্ন সমস্যা, সাংবিধানিক অধিকার এবং এডিসি এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়েও মতামত তুলে ধরা হয়।

নীতি আয়োগের রিপোর্টে ত্রিপুরার শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস। সম্মেলনে নীতি আয়োগের ২০২৬ সালের রিপোর্টে উঠে আসা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ আচার্য্য। সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ আচার্য বলেন, নীতি আয়োগের ২০২৬ সালের রিপোর্টে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। তাঁর দাবি, স্কুলছুটের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, গুণগত শিক্ষার মান নিম্নমুখী এবং অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ও স্মার্ট ক্লাসরুমের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। শিক্ষক সংকটও ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

পার্থ আচার্যের বক্তব্য, সরকার একদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের দাবি করলেও বাস্তবে শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালুর সময় অভিভাবকদের কাছে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, তার অধিকাংশই পূরণ করা হয়নি। একই সঙ্গে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি জানান, বিদ্যাজ্যোতি সহ সমস্ত সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে বার্ষিক ফি ও অতিরিক্ত ফি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও তিনি সর্বভারতীয় বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন নিট, এসএসসি-জিডি, সিইউইটি, ইউপিএসসি এবং সিবিএসই-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এসব ঘটনার ফলে দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। তিনি ঘটনার প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অন্যদিকে যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা রাজ্যের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নীতি আয়োগের ২০২৬ সালের রিপোর্টে ত্রিপুরার কর্মসংস্থান সংক্রান্ত দুর্বল অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের খুঁটিতে গবাদি পশুর মৃত্যু, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুন ।। *উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লক এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুগ্ধবতী গাভীর মৃত্যু ঘটেছে। আজ সকাল থেকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা।*

বৈদ্যুতিক খুঁটি শর্ট সার্কিট হয়ে এক কৃষকের দুগ্ধবতী গাভীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ত্রিপুরার কালাছড়া ব্লক এলাকার পশ্চিম ইচাইলালছড়া গ্রামের ১ নং ওয়ার্ডে। বিদ্যুৎ দপ্তরের চরম গাফিলতির বিরুদ্ধে আজ সকাল থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবিলম্বে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিশালগড় আদালত চত্বরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ জুন ।। বিশালগড়ের বহুল আলোচিত গুলিকাণ্ডের অভিযুক্ত রণবীর সরকারের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সোমবার বিশালগড় আদালত চত্বরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, মামলার তদন্তকারী অফিসার মিঠুন সাহা আদালত চত্বরে অভিযুক্তের স্ত্রীর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালান। এই অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মহিলারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার প্রতিবাদে আদালত চত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকার বহু মহিলা। তারা অভিযুক্ত তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানান। বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষোভরত মহিলাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে। এ সময় ধাক্কাধাক্কি ও হুড়োহুড়ির মধ্যে কয়েকজন মহিলা আহত হন বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। বিক্ষোভকারীদের একাংশের অভিযোগ, বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসের নির্দেশেই মহিলাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনার জেরে আদালত চত্বর ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ, স্লোগান ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীর সেনানীদের অবদান আগামী প্রজন্মের কাছে দেশসেবায় প্রেরণা ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত রক্ষায় অসামান্য সাহসিকতা প্রদর্শন করে বহু ভারতীয় সেনা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন। সেই বীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত তাওয়াংয়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করে তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তাওয়াং শহরে অবস্থিত তাওয়াং যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ-এ গিয়ে তিনি ১৯৬২ সালের যুদ্ধে শহিদ হওয়া প্রায় ২,৪২০ জন ভারতীয় সেনার আত্মত্যাগকে স্মরণ করেন। স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তিনি দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী বীর সেনানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও নুরানাং অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক যশবন্ত গড় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ-ও পরিদর্শন করেন সাংসদ। এই স্মৃতিসৌধটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসী যোদ্ধা রাইফেলম্যান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় বাসে ত্রিপুরার তরুণীকে বাংলাদেশী বলে হেনস্থার অভিযোগ

আগরতলা, ১ জুন।। কলকাতার একটি চলন্ত বাসে ত্রিপুরার এক বাঙালি তরুণীকে ‘বাংলাদেশী’ আখ্যা দিয়ে হেনস্থা করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিভিন্ন মহল থেকে এই ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

জানা গেছে, কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় বসবাসকারী ওই তরুণী সম্প্রতি একটি পাবলিক বাসে যাত্রা করছিলেন। বাসে চলাকালীন তিনি ত্রিপুরার আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলছিলেন। অভিযোগ, তাঁর কথাবার্তা শুনে বাসে উপস্থিত কয়েকজন যাত্রী তাকে ‘বাংলাদেশী’ বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে ওই তরুণী প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ জানান। সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়, তরুণী দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি ভারতের নাগরিক এবং গত চার-পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় কর্মসূত্রে রয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, শুধুমাত্র ভাষার আঞ্চলিকতা বা ভিন্ন উচ্চারণে বাংলা বলার কারণে কাউকে ‘বাংলাদেশী’ বলে আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা, আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে বসবাস করেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই কথা বলেন। তাই ভাষার টানকে কেন্দ্র করে কাউকে বাংলাদেশি বলে অপমান করা অনভিপ্রেত ও অগ্রহণযোগ্য।

রেশমী দেবনাথ

ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই মনে করছেন, দেশের এক প্রান্তের নাগরিককে শুধুমাত্র ভাষা বা উচ্চারণের ভিত্তিতে প্রশ্নবিদ্ধ করা সংবিধানের মৌলিক চেতনার পরিপন্থী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহু মানুষ তরুণীর পাশে দাঁড়িয়ে সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর নেটিজেনদের অনেকেই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে নিজেদের পূর্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২ জুন, ২০২৬ ইং
১৮ জৈষ্ঠ্য,মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বিপদের ঘনঘটা

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াটা এই মুহূর্তে আমাদের গ্রহের সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি।সহজ কথায়, শিল্পকারখানা, গাড়ি এবং অন্যান্য উৎস থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস যেমনকার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন বায়ুমণ্ডলে একটি চাদরের মতো স্তর তৈরি করিতেছে। এটি সূর্যের তাপকে মহাশূন্যে ফিরিয়া যাইতে বাধা দেয়, ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে।

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি। তবে আশার কথা হইলো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু অভ্যাস পরিবর্তন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই উষ্ণায়ন অনেকাংশেই কমাইয়া আনা সম্ভব।কয়লা, পেট্রোল বা ডিজেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো কমানো সবচেয়ে জরুরি। এর বদলে সাইকেল চালানো, হাটিয়া চলাফেরা করা বা গণপরিবহন ব্যবহার করা উচিত।বাড়িঘর বা কারখানায় কয়লা বা গ্যাসের বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমাইয়া সৌরশক্তি বায়ুশক্তি বা জলবিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়াইতে হইবে।প্রয়োজন শেষে ঘরের বাতি, পাখা, এসি এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বন্ধ রাখা। এনার্জি সেভিং বা এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা।গাছ বাতাস থেকে ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয় এবং অক্সিজেন ছাড়ে। তাই খালি জায়গায়, বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় বেশি করিয়া গাছ লাগাইতে হইবে।নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করিতে হইবে এবং প্রাকৃতিক বনভূমি রক্ষা করিতে হইবে।প্লাস্টিক বা একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসের ব্যবহার একদম কমাইয়া দেওয়া। উষ্ণায়ন রোধে আপনার ছোট একটি পদক্ষেপও পৃথিবীর জন্য বড় ভূমিকা রাখিতে পারে। আজ থেকেই প্লাস্টিক বর্জন এবং শক্তির অপচয় রোধ করিবার মাধ্যমে আমরা এই লড়াইয়ে অংশ নিতে পারি।

জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক ও জাতীয় রেকর্ড, ত্রিপুরার গর্ব অভিজিৎ দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: জাতীয় সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করলেন বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অভিজিৎ দে। অন্ধ্র প্রদেশের আমালাপুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্যের পাশাপাশি জাতীয় রেকর্ডও গড়েছেন তিনি।

জানা গেছে, আগরতলার যোগেন্দ্রনগর আদর্শ কলোনি এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দে একটি সাধারণ ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন।

প্রতিযোগিতার জুনিয়র বিভাগের ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন অভিজিৎ। শুধু তাই নয়, নিজের ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে তিনি দেশের ক্রীড়াঙ্গনেও নজর কেড়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রায় ৪০ বছর পর ত্রিপুরার কোনো ক্রীড়াবিদ জাতীয় পর্যায়ে রেকর্ড গড়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

অভিজিতের এই সাফল্যে খুশির জোয়ার নেমেছে তার পরিবার, প্রতিবেশী এবং ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে। ছেলের এই কৃতিত্বে গর্বিত বাবা-মা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও তিনি আরও বড় সাফল্য অর্জন করে রাজ্য ও দেশের নাম উজ্জ্বল করবেন বলে তাদের বিশ্বাস।

ক্রীড়ামহলের মতে, অভিজিতের এই অর্জন রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে এবং পাওয়ার লিফটিংয়ের মতো খেলায় নতুন প্রতিভা উঠে আসতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে খোয়াইয়ে বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে খোয়াইয়ে সুকান্ত জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এক বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি পথচারীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, সুকান্ত জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির সম্পাদক অরুণ পালসহ এলাকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গাছ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মানুষের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণে অধিক সংখ্যায় বৃক্ষরোপণ করা সময়ের দাবি। তারা আরও বলেন, শুধু গাছ লাগালেই দায়িত্ব শেষ হয় না, সেগুলোর সঠিক পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান উপস্থিত অতিথিরা।

ভারত শ্রমিক, কৃষক ও এমএসএমই-দের জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এক নতুন প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করল

১লা জুন থেকে কার্যকর হতে যাওয়া ভারত-ওমান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক, যার উদ্দেশ্য হলো নতুন বাজার উন্মুক্ত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষার্থী, কারিগর, নারী, কৃষক, মৎস্যজীবী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের (এমেসএমই) জন্য সমৃদ্ধির বৈশ্বিক পথ তৈরি করা।

ওমানের সাথে ভারতের গভীর অর্থনৈতিক এবং জন-পর্যায়ের সংযোগ রয়েছে। ওমান প্রায় ৭ লক্ষ ভারতীয়রআবাসস্থল; এদের মধ্যে এমন অনেক ব্যবসায়ী পরিবারও রয়েছে যাদের শিকড় সেখানে ২০০ থেকে ৩০০ বছরের পুরনো। ওমান থেকে ভারতে বার্ষিক রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় আসে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার, এবং সেখানে ৬, ০০০-এরও বেশি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে।

দুই দেশের মধ্যকার''বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি'' (সিইপিএ) অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে সুদৃঢ় করে। এই চুক্তির ফলে ভারতের মোট রপ্তানির ৯৯.৩৮ শতাংশ জুড়ে থাকা ৯৮ শতাংশ ''ট্যারিফ লাইন'' বা পণ্যের ক্ষেত্রে ওমানের বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে ১০০ শতাংশ শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়।

এটি সিইপিএ-পূর্ববর্তী ব্যবস্থার তুলনায় এক নাটকীয় উন্নতি হিসেবে গণ্য হচ্ছে; কারণ আগের ব্যবস্থায় ভারতের রপ্তানিকৃত পণ্যের মাত্র ১৫.৩ শতাংশ ওমানে শুল্কমুক্তভাবে প্রবেশের সুযোগ পেত। ভারতের যেসব পণ্য বর্তমানে ওমানে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের সম্মুখীন হয়যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ৩.৬৪ বিলিয়ন ডলারএই চুক্তির ফলে সেগুলো এখন ওমানের বাজারে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে।

ভারতের এমএসএমই খাতের জন্য এই চুক্তিটি একটি আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে; কারণ সিইপিএ-এর সুফলভোগী অনেক খাতের নেতৃত্বেই রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, চামড়া, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং শিল্প-সরঞ্জামের মতো খাতগুলোতে এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রয়াদেশ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার এই সময়ে, সিইপিএ ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য বাজার বহুমুখীকরণের এবং অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বাধার সম্মুখীন হওয়া চিরাচরিত রপ্তানি গন্তব্যগুলোর ওপর নির্ভরতা কমানোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: এই বাণিজ্য চুক্তিটি বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া ও পাদুকা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও অলঙ্কার এবং প্রকৌশল খাতের নির্বাচিত কিছু অংশের মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলোকে বিশেষভাবে উপকৃত করবে; উল্লেখ্য যে, ভারতের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই খাতগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওমানে বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে তিরুপুর, সুরাট, লুধিয়ানা, পানিপথ, কোয়েম্বাটুর, কারুর, ভাদোহি, মোরাদাবাদ, জয়পুর এবং আহমেদাবাদের মতো প্রধান প্রধানউৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কারিগর ও তাঁতিরাও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। সমগ্র ভারত জুড়ে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলোতেবিশেষ করে তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে, এবং সেই সাথে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অংশেঅসংখ্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রত্ন ও অলঙ্কার শিল্প হলো আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা প্রমাণ করে যে কীভাবে 'ঙ্খক্কঞ্ঙ' (বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করবে। কাটা ও পালিশ করা হীরা, সোনা ও রুপার অলঙ্কার এবং হস্তনির্মিত অলঙ্কার উৎপাদনে ভারতের ইতিমধ্যেই সুদৃঢ় সক্ষমতারয়েছে। শুল্ক-সংক্রান্ত বাধাগুলো অপসারিত হওয়ার ফলে, ভারতীয় রপ্তানিকারকরা তাদের ইউরোপীয় ও এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় একটি নির্ণায়কপ্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করবেন। এই শিল্পের প্রাক্কলন অনুযায়ী, আগামী তিন বছরের মধ্যে ওমানে রপ্তানির পরিমাণ ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আশা করা হচ্ছে যে, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং গুজরাট জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অলঙ্কার তৈরির কেন্দ্রগুলোতে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কৃষক ও মৎস্যজীবীবৃন্দদেশের কৃষকদের এবং সংবেদনশীল কৃষি স্বার্থসমূহকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে, ভারত গম, চাল, ভুট্টা, বাজরা, দুগ্ধজাত পণ্য, ফলমূল, শাকসবজি, ভোজ্য তেল, তৈলবীজ, চা, কফি এবং মধুর মতো প্রধান পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে কোনো শুল্ক ছাড় প্রদান করেনি। মাখন, মধু, মিষ্টি বিস্কুট, ডিম এবং কিছু মিষ্টান্নজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ভারত তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা লাভ করবে; যা দেশের কৃষি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ আয়কে জোরদার করবে।

এই চুক্তিতে ভারতের জৈব উৎপাদনের জাতীয় কর্মসূচি' (ঙ্খঞ্জঞ্ঞ)-এর সনদ বা সার্টিফিকেশনের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ভারতীয় কৃষকদের জন্য ওমানে তাদের উৎপাদিত জৈব পণ্য বিক্রয়ের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করবেউল্লেখ্য যে, ওমান খাদ্যপণ্যের একটি অন্যতম প্রধান আমদানিকারক দেশ।

সামুদ্রিক পণ্যের ক্ষেত্রেও বিপুল ও অব্যবহৃত সম্ভাবনা বিদ্যমান। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ওমানের সামুদ্রিক পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর বিপরীতে ভারত থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা চিংড়ি এবং হিমায়িত কাটলফিশের (ত্বস্ঠ্ঠনক্কুস্ত) মতো সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের জন্য বিশাল সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে। শ্রম-নিবিড় এই সামুদ্রিক পণ্য শিল্পটি মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কীকরণ, কোল্ড-চেইনলজিস্টিকস এবং রপ্তানি কার্যক্রমের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে।

ফার্মা ও ঐতিহ্যবাহীচিকিৎসা ব্যবস্থা ইউএসএফডিএ,ইএমএ, ইউকে, এমএইচআরএ এবং টিজিএ-এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দ্বারা অনুমোদিত ভারতীয় ওষুধগুলো ওমানে ৯০ দিনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপণন অনুমোদন লাভ করবেযা ভারতীয় ওষুধ রপ্তানিকারকদের জন্য একটি বিশাল সাফল্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ঙ্খক্কঞ্ঙ (বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি) ভারতের ঐতিহ্যবাহীচিকিৎসা পরিষেবাগুলোর জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি ঐতিহ্যবাহীচিকিৎসা ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণারও বিধান রাখে।

পরিষেবা ও চলাচলের স্বাধীনতা এই চুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিষেবা এবং চলাচলের স্বাধীনতার বিষয়টি। ভারত যে খাতগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ আগ্রহীযেমন পেশাগত পরিষেবা, কম্পিউটার ও আইটি পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশগত পরিষেবাওমান সেই খাতগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। হিসাববিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, নির্মাণ, শিক্ষা এবং পরামর্শক সেবার মতো ক্ষেত্রগুলোতে কর্মরত ভারতীয় পেশাজীবীরা বাজারে প্রবেশের উন্নত সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওমান ভারতীয় পেশাজীবী ও কর্মীদের চলাচলের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আরও উদার ও বর্ধিত প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বদলি হয়ে আসা কর্মী (ইন্ট্রা-কর্পোরেট-ট্রান্সফিরিস) এবং চুক্তিবদ্ধ পরিষেবা প্রদানকারীরা ওমানে চার বছর পর্যন্ত অবস্থানের অনুমতি পাবেন; অন্যদিকে, ব্যবসায়িক কাজে আগত দর্শনার্থী এবং স্বতন্ত্র পেশাজীবীদের জন্য সাময়িক প্রবেশের নিয়মকানুন আরও সহজতর করা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে একই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বদলি হয়ে আসা কর্মীদের প্রবেশের সর্বোচ্চ সীমা ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে।

উন্নত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মোদী সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলো মূলত প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেই বৃহত্তর অভিযানেরই অংশ, যার মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

ওমানের সাথে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয় যে, বাণিজ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটেযেখানে বিভাজন ও সংরক্ষণবাদী নীতি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছেপ্রধানমন্ত্রী মোদী একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেন যে, আজকের এই নতুন ও আত্মবিশ্বাসী ভারত কোনো প্রকার রক্ষণশীলতার আড়ালে বা ''প্রাচীরের আড়ালে'' গুটিয়ে থাকবে না। বরং অংশীদারিত্ব, প্রতিযোগিতামূলকসক্ষমতা এবং বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই ভারত তার অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

শ্রী পীযূষগোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী

বাংলার সোনালী ঐতিহ্য

রহস্যে আবৃত পৃথিবী নামক গ্রহের একটি প্রান্তে ছোট্ট স্বাধীন ভূমি হিসেবে পরিচয় লাভ করে সোনালী দেশে পরিণত হওয়া এই বাংলাদেশ । কতই না ছিল সুন্দর অবয়বে সুসজ্জিত তার দেহ আর নানা রকম ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ । আসলে কেমন ছিল এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ !

উঁচুনিচু পাহাড়, শীতল থাকা নদ-নদি, গর্জন করা সমুদ্র সৈকত আর কিচিরমিচির শব্দে গান করা কত মনোমুগ্ধকর পাখির সুরেলা কণ্ঠ । চোখ জুড়ানো বিস্তীর্ণ ভূমি, ঢেউ খেলা ফসলের মাঠ মাধুর্যতায় ভরা এবং কোমরে চাদর মোড়ানো ক্ষেতের যত্ন নেওয়া কৃষকের একাগ্রতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব । কি অপরূপ তার বৈশিষ্ট্য ! ভোর বেলায় মোরগের ডাক, ভেসে আসা আযানের ধ্বনি মুওয়াজ্জিনের মায়া কণ্ঠে, পাখিদের গুঞ্জনধ্বনি, বয়ে চলা স্নিগ্ধ বাতাস, গাছগাছালি আর সবুজ ফসলের মাঠ । এই সবকিছু যেন মাতোয়ারা করে দেয় । হারিয়ে ফেলে যেন এক প্রশান্তিময় রাজ্যে । সকাল সকাল মাঠের দিকে ছুটে চলা সংগ্রামী কৃষক, মক্তব পানে গ্রামের কিশোর বুকে কুরআন জড়িয়ে, নাস্তা তৈরিতে মায়েদের হাত চলা বিরামহীন । কেউ ছুটে পুকুর দ্বারে আবার কেউ যায় নলকূপে পবিত্রতার খোঁজে । হাঁসগুলো দল বেধে সাঁতার কাটে, নদীর স্রোত চলে একে-বেকে এবং পাশের রাস্তায় চালিয়ে যায় গ্রামের রফিক ভাই রিক্সা নিয়ে ।

এক অনন্যরূপে সজ্জিত দেশের প্রতিটি গ্রাম । ভুলা কি যায় এমন মনোরম পরিবেশের দেশকে? এমন একটা দেশ যার ছিল গৌরবময় ঐতিহ্য । কেউ কি ভেবেছিল মনোরম বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ এই দেশ একদিন তার সবকিছু হারিয়ে শুধু ঐতিহ্য হয়ে থাকবে? আজ দেখো চারিদিকে এমনটা পরিবেশ বিরাজ করছে কিনা । দেখো আবর্জনার পোশাক পরিধান করেছে দেশ তার সোনালী বস্ত্র ছেড়ে । দেশটি আজ দূষিত শ্বাস ত্যাগ করছে প্রতিনিয়ত। দেশটির দেহের প্রতিটি রন্দ্রে স্থাপিত ব্রীকফিল্ড আর কলকাখানা যার থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতিকর রসায়নিক ও ধোঁয়া । দেখো হাসপাতালে রোগীর সমাহার, বেড়ে চলছে বৃদ্ধাশ্রম, খবরের কাগজে দেখো গণ মৃত্যুর সংবাদ আর চলছে প্রতিমুহূর্ত সড়ক দূর্ঘটনা । পাহাড় কেটে বাড়িয়ে দিচ্ছে ভূমিকম্পের মাত্রা, কমছে জমির উর্বরতা, খাদ্যের ঘাটতিতে বেড়ে চলছে জিনিসপত্রের দাম এবং চলছে আধুনিকতার নামে চারিদিকে অশ্লীলতার স্লোগান ।

দূষিত ধোঁয়া ছড়ানো ট্রাকটরের পরিবর্তে থাকত কৃষকের হাতে লাঙ্গল, শিশুদের হাতে স্মার্ট ফোনের পরিবর্তে থাকত বিদ্যা অর্জনের বই । এমনকি দেখো পরিবারে মায়ের জাত সদস্যরা পড়ে আছে অশ্লীল হিন্দি সিরিয়ালে যারা পূর্বে থাকত মেতে পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ গল্পে । বিস্তীর্ণ ভূমির দিকে তাকালে দেখতে পাবে একদিকে করছে পাহাড় আর অন্যদিকে মৃত্যুর কূপ। এছাড়াও পশুচারণের মাঠ আজ নেই বললেই চলে । ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্যে আবৃত ছিল বাংলার রূপ যার সবটাই হারানোর পথে বর্তমান। বিভিন্ন ঋতুর ফলফলাদি ছিল ভেজাল মুক্ত ও মিষ্টি রসে পরিপূর্ণ। আজ কেবল তা অতীত হয়ে আছে। এই সব ঐতিহ্যময় জিনিসগুলো শুধু যাদুঘরেই বন্ধি হয়ে আছে কৃত্রিম উপায়ে । তুমি কি মনে করো, স্বীয় দেশটা কি তার সোনালী রূপ আবার ফিরে পাবে?

হাড়মজ্জায় মিশে আছে, মাছ খাওয়া নিয়ে কটাক্ষ বাঙালি সহ্য করবে না

বিশ্বদীপ দে

বাঙালি আর মাছ পাশাপাশি এই দু'টি শব্দ বসিয়ে দিলে কী দাঁড়ায়? সেটাও বলতে হবে? গোটা ভারত মাছ বা 'মছলি' বলতে যে প্রাণীটিকে বোঝে তা যে বাঙালি নামক জাতিটির আত্মায় একেবারে যাকে বলে ট্যাটু করা সে তো আসমুদ্র হিমাচল জানে। বুঝতেই পারছেন, এই মুহূর্তে এই চিরকালীন কথাগুলির পুনরাবৃত্তির পিছনে রয়েছেন পরেশ রাওয়াল । ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো এই প্রদেশেও তিনি ভালই জনপ্রিয়। কিন্তু তা বলে বাঙালিকে মাছের খোঁটা দিয়ে বসবেন প্রবীণ অভিনেতা? রাজনীতি, বিতর্ক এসবে আমরা ঢুকব না। কেবল এই লেখায় একবার বুঝে নিতে চাইব কেন বাঙালিকে মাছ নিয়ে বলতেই এমন গনগনে হয়ে উঠল সাম্প্রতিক এই বিতর্কের আঁচ? কেনই বা দেশের অন্যান্য প্রদেশে মাছ খাওয়ার জন্য বিদ্রুপেরও শিকার হতে হয় বাঙালিকে?

আসলে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসীদের 'মাছে ভাতে বাঙালি' এমনি এমনি বলা হয় না। এটা কেবল খাদ্যাভ্যাস নয়। সাহিত্য থেকে ঐতিহ্য, শুভাশুভের যোগ, মাছের সঙ্গে বাঙালি একেবারে লতায় পাতায় জড়িয়ে। আমাদের চিরচেনা ভূতপ্রেতেও রয়ে গিয়েছে সেই চিহ্ন। সম্প্রতি বাংলাদেশের পরিচালক নুহাশ হুমায়ূন পরিচালিত 'পেটকাটা ষ' সিরিজের প্রথম গল্পেই দেখা মিলেছিল মেছো পেত্নির। বাঙালির চিরকালীন মিথের আবহকে তুলে ধরতে শুরুতেই এই প্রেতিণীর আগমন নেহাত কাকতালীয় নয়। সম্ভবত বাঙালির তীব্র মাছপ্রীতির ধারাকেই ব্যবহার করতে চাওয়াই আসল উদ্দেশ্য ছিল নুহাশের।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেখতে পাই দেবী অন্নদার কাছে ঈশ্বরী পাটনি চাইছেন, তাঁর সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকে। এই দুধ-ভাতও বাঙালির এক চিরকালীন টার্ম। খুব ছোট কাউকে খেলায় নিতে বাধ্য হলে আমরা তাকে 'দুধে-ভাতে' করে রাখি। অর্থাৎ সে কোনও প্রতিযোগিতায় থাকবে না। সে আদুরে। কিন্তু এরই সমান্তরালে রয়ে গিয়েছে 'মাছে-ভাতে' শব্দবন্ধও, যা বাঙালির অন্যতম আর্কিটাইপ। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল/ ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।" বাঙালির 'বেঁচে থাকা' ও 'ভাত-মাছ'কে গুপ্ত কবি একসারিতে বসিয়ে গিয়েছেন সেই কবে। মনে রাখতে হবে মাংস কিংবা ডিম নয়, মাছই। কিন্তু বাঙালির মাছ খাওয়া শুরু কবে? বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। সেখানেই নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নানা পেশার মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁতি থেকে ব্যাধ কিংবা ডোম অথবা ছুতোর রয়েছেন নানাজন। এঁদের মধ্যেই দেখা মেলে ধীবর অর্থাৎ জেলেদেরও। চর্যার তেরো নম্বর পদে কাহ্নপাদের লেখায় ফুটে ওঠে মাছ ধরার দৃশ্য- 'তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাআ সুইনা।/ মাঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ।/ পঞ্চ তথাগত কিঅ কোড়ুআল।/ বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।।' মাঝনদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার এই দৃশ্য বুঝিয়ে দেয় ভাত খাওয়ার মতোই বাঙালির মাছ খাওয়ার সংস্কৃতিও সুপ্রাচীন! অর্থাৎ সেই আদ্যিকাল থেকেই।

এপ্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইয়ে পাচ্ছি পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলির কথা। সেখানেও মাছ কোটা কিংবা হাটে মাছ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য খোদাই রয়েছে। এরকম প্রাচীন নিদর্শন আরও রয়েছে। মঙ্গলকাব্যই ধরা যাক। মনসামঙ্গলে বরিশালের বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, 'রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলকাতার আগ/ মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাচ গাচ/ ঝাঁঝ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ/ ভিতরে মরিচ-গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূত।।' ভাবা যায়? মাছের পদের কী বাহার! খাঁদু চিত্রকরের পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহীত মাছের বিয়ের পট।

প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশের পটচিত্রেও রয়েছে মাছবিলাসের কথা। বিশিষ্ট পট বিশেষজ্ঞ অঞ্জন সেনকে এপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "পটচিত্রে মহিলা মাছ বিক্রেতা বা তথাকথিত মেছুনিদের দেখা মেলে। তাছাড়া ইতিউতি মাছ হাতে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও চোখে পড়ে। উনিশ শতকের বাবু চিত্রেও ব্যঙ্গার্থে মাছের ব্যবহার তো রয়েছেই।" আরেক পট বিশেষজ্ঞ প্রসেনজিৎ দত্ত আবার শোনালেন মাছের বিয়ের কথা। জড়ানো পট বা দীঘল পট, যেখানে আড়াআড়ি কিংবা লম্বালম্বি ছবি এঁকে গল্প বলা হয়, সেখানে মাছের বিয়ের গল্প ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রসেনজিতের কথায়, "এমনও পট দেখেছি, যেখানে পালকিতে দু'জন মাছকে দেখা যাচ্ছে। যাদের একজন বর, অন্যজন কনে। আর সেই বিয়ে দিচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য জীবরা মিলে।" মাছের বিয়ের কথা উঠলে একটি প্রচলিত গানের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। 'চ্যাং মাছে বলে মাঝিভাই আমাকে না মারিও/ কাল দারিকার হইব বিয়া রে, আমি বরযাত্রী যামু' দারিকা মাছের বিয়েতে হরেক মাছের বরযাত্রী হওয়ার সেই গান কার লেখা, কার সুর কেউ জানে না। বাঙালির মৎস্যপ্রীতির মতোই এই গানও বঙ্গদেশের জল- মাটি-হাওয়ার মধ্যে মিশে গিয়ে বাঙালির সংস্কৃতিতে মাছের চিরকালীন আবেদনকে ফুটিয়ে তুলেছে। কত রকম মাছের কথাই যে আছে! বউভোলানি, জটা বগিলা, মাথাড্যাঙানি এই বিচিত্র সব নামের ডাক চোখের সামনে নানা মাছের পসরা বসিয়ে দেয়।

কেন? কেন মাছের প্রতি বাঙালির এই অদম্য আকর্ষণ? এর উত্তর দিচ্ছেন নীহাররঞ্জন রায়। তিনি লিখছেন, 'বারিবহুল, নদনদী-খালবিল বহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয়মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।' তিনি উল্লেখ করেছেন চিন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালির ভূপ্রাকৃতিক সাদৃশ্যের কথা। বাঙালির মতো তাদেরও মাছের প্রতি আকর্ষণ অমোঘ। এমন কথাও শোনা যায়, মাছ খাওয়া নিয়ে কম্পিটিশনে বাঙালিকে বলে বলে গোল দেবে জাপানিরা। যাই হোক, জাপানিদের সঙ্গে জিতুক না জিতুক বাঙালির মৎস্যপুরাণের মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু কেন মাছ খাওয়া নিয়ে বাঙালিকে খোঁটা সইতে হয়েছে বারে বারে? এপ্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'বাঙালির ইতিহাস', যা কিনা নীহাররঞ্জনের বইয়েরই এক সংক্ষিপ্ত ও চলিত সংস্করণ, সেখানে লেখা হয়েছে, 'নিরামিষ আহারে বাঙালির কোনওদিনই রুচি নেই। বাঙালির এই মৎস্যপ্রীতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনওদিনই ভাল চোখে দেখেনি। আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য ভারত ক্রমেই নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে এই প্রভাব ছড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি।' এই ভাবেই অতীতের বিস্মৃত সময়কাল ধরে রেখেছে বাঙালির 'মৎস্যপ্রীতি'র ঐতিহ্যকে। অন্যদের অপছন্দ, তাতে বাঙালির থোড়াই কেয়ার। কাজেই এত বছরের ঐতিহ্যকে রক্তের মধ্যে বহন করতে করতে বাঙালি আজ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে মাছ খাওয়া নিয়ে ন্যূনতম খোঁটাও সে সইতে রাজি নয়। কিছুতেই না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার রামঠাকুর কলেজে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ। ছবি নিজস্ব।

ভারত আগামী ১১-১২ জুন নয়াদিল্লিতে ত্রয়োদশ ব্রিকস নগরায়ন ফোরামের আয়োজন করবে

নয়াদিল্লি: ১ জুন : কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, ভারত আগামী ১১-১২ জুন নয়াদিল্লিতে ত্রয়োদশ ব্রিকস নগরায়ন ফোরামের আয়োজন করবে।

২০২৬ সালে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বে এই ফোরামটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পর্যায়ের অনুষ্ঠান, যা প্রধানমন্ত্রীর 'মানবতা প্রথম' দৃষ্টিভঙ্গি এবং সভাপতিত্বের মূল ভাবনা 'স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য পরিচালিত।'

'জনগণের জন্য শহর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক নগর ভবিষ্যতের জন্য ব্রিকস সহযোগিতা' এই প্রতিপাদ্যে নগরায়ণ ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই প্রতিপাদ্যটি ভারতের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, যা শহরগুলির পরিকল্পনা, শাসন এবং উন্নয়নে জনগণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।

ভারতের ঐতিহ্য এবং অব্যাহত নেতৃত্ব

২০১৩ সালে নয়াদিল্লিতে ভারত সর্বপ্রথম ব্রিকস নগরায়ণ ফোরামের আয়োজন করে, যার মাধ্যমে ব্রিকস সহযোগিতা কর্মসূচিতে নগরায়ণকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারত ২০১৬ সালে বিশাখাপত্তনমে পুনরায় এই ফোরামের আয়োজন করে, যেখানে সুস্থায়ী নগর উন্নয়ন, স্মার্ট সিটি এবং নগর স্থিতিস্থাপকতার উপর আলোকপাত করা হয়। বৈশ্বিক মহামারীর পরবর্তী সময়ে নগর পুনরুদ্ধারের উপর মনোযোগ দিয়ে ভারত ২০২১ সালে আবারও ভার্চুয়ালি এই ফোরামের আয়োজন করে।

২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ ব্রিকস নগরায়ণ ফোরামের মাধ্যমে ভারত চতুর্থবারের মতো এই ফোরামের আয়োজক হচ্ছে। সূচনালগ্ন থেকে এই ফোরামটি ব্রিকস দেশগুলোর জন্য নগর নীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়, অভিন্ন অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ এবং বৃহত্তর ব্রিকস প্রক্রিয়ায় নগর বিষয়ক মতামত প্রদানের একটি বিশেষায়িত মন্ত্রী পর্যায়ের মঞ্চ হিসেবে কাজ করে আসছে।

ব্রিকস দেশগুলিতে অভিন্ন নগর অগ্রাধিকার

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ব্রিকস নগরায়ন ফোরামটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কারণ অনেক ব্রিকস দেশই দ্রুত নগরায়নের সম্মুখীন হচ্ছে এবং একই সাথে আবাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলবায়ু ঝুঁকি, পৌর সক্ষমতা, নগর অর্থায়ন এবং পরিষেবা প্রদানের মতো সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করছে। ফোরামটি কয়েকটি বিস্তৃত অগ্রাধিকারের উপর আলোকপাত করবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়ন, জলবায়ু ও দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো, শক্তিশালী পৌর প্রতিষ্ঠান এবং উন্নততর নগর শাসনের জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবন।

নির্ধারিত কর্মসূচি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল

দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ ব্রিকস নগরায়ন ফোরামে ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী, ঊর্ধতন কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবেন। ব্রিকসের এগারোটি সদস্য দেশকেই মন্ত্রীপর্যায়ের প্রতিনিধিদল নিয়ে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।ফোরামের প্রথম দিনে উদ্বোধনী অধিবেশন এবং ব্রিকস-এর অভিন্ন নগর অগ্রাধিকার বিষয়ক একটি উচ্চ-পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের নগর রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য প্রতিনিধিদের নয়াদিল্লির নির্বাচিত কিছু স্থান সরেজমিনে পরিদর্শনেও নিয়ে যাওয়া হবে।

দ্বিতীয় দিনে ফোরামের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোর ওপর বিষয়ভিত্তিক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সদস্য দেশগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে এই প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। তাছাড়াও, দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা হচ্ছে, এই আলোচনা নগরায়নের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে যৌথ নীতিগত সমাধানে সহায়তা করবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিস্থাপক ও জনকেন্দ্রিক শহর নির্মাণে ব্রিকস দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ভারত ব্রিকস পরিবারের সমস্ত দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের নয়াদিল্লিতে স্বাগত জানাতে এবং সত্যিকার অর্থে জনগণের জন্য শহর গড়ে তুলতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

ভারত-ওমান বাণিজ্য চুক্তিতে বাড়বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান: পীযূষ গয়াল

নয়াদিল্লি, ১ জুন (আইএএনএস): ভারত-ওমান সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ) সোমবার থেকে কার্যকর হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল বলেছেন, এই চুক্তি ভারতের অর্থনীতির জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র 'সমৃদ্ধির বৈশ্বিক পথ নির্মাণ'-এর লক্ষ্যে এই চুক্তি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী, কারিগর, মহিলা, কৃষক, মৎস্যজীবী এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-র জন্য নতুন বাজার উন্মুক্ত হবে, রফতানি বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।

চুক্তি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওমানে ভারতের ৯৮ শতাংশ শুল্ক লাইনের পণ্যের জন্য ১০০ শতাংশ শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা মিলবে, যা ভারতের মোট রফতানির ৯৯.৩৮ শতাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। সিইপিএ-পূর্ব ব্যবস্থায় এই সুবিধা ছিল মাত্র ১৫.৩ শতাংশ রফতানির ক্ষেত্রে।

পীযূষ গয়াল বলেন, বর্তমানে ওমানে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের আওতায় থাকা প্রায় ৩.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্য এখন আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে।

তিনি জানান, লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, চামড়া, অটো যন্ত্রাংশ এবং শিল্প সরঞ্জামের মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পনির্ভর ক্ষেত্রগুলি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বড় অর্ডার পেতে পারে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ওমানে ভারতীয় বস্ত্র রফতানি বৃদ্ধি পেলে তিরুপুর, সুরাট, লুধিয়ানা, পানিপথ, কোয়েম্বাটুর, কারুর, মোরাদাবাদ, জয়পুর এবং আহমেদাবাদের মতো প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে শিল্পচর্চা ও কর্মসংস্থান বাড়বে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁতি ও কারিগররাও আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির সুফল পাবেন।

রত্ন ও গয়না, বস্ত্র, চামড়াজাত পণ্য, জুতো, ক্রীড়াসামগ্রী, প্লাস্টিক, আসবাবপত্র, কৃষিজাত পণ্য, প্রকৌশল সামগ্রী, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং অটোমোবাইল-সহ একাধিক সংবেদনশীল পণ্যকে ছাড়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহারের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, ভারত ওমান থেকে আমদানি হওয়া ৭৭.৭৯ শতাংশ শুল্ক লাইনের পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক উদারীকরণ করছে, যা মূল্য অনুযায়ী ভারতের মোট আমদানির ৯৪.৮১ শতাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতের জন্য সংবেদনশীল হলেও ওমানের রফতানি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক-হার কোটাভিত্তিক (টিআরকিউ) সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুগ্ধজাত পণ্য, চা, কফি, রাবার, তামাক, সোনা ও রুপোর বুলিয়ন, গয়না, জুতো, ক্রীড়াসামগ্রী এবং বিভিন্ন ধাতব স্ক্র্যাপ-সহ একাধিক সংবেদনশীল পণ্যকে ছাড়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

সরকারি আবাসন বরাদ্দ নিয়ে বিহার সরকারকে নিশানা আরজেডির, মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

পাটনা, ১ জুন (আইএএনএস): সরকারি আবাসন বরাদ্দকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। সোমবার রাষ্ট্রীয় জনতা দল মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-কে নিশানা করে একাধিক প্রশ্ন তোলে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী-র ১০ সার্কুলার রোডের সরকারি বাসভবন নিয়ে চলমান বিতর্ককে কেন্দ্র করেই এই আক্রমণ শানানো হয়।

আরজেডির রাজ্য কার্যালয়ের কার্পুরি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে দলের জাতীয় প্রধান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারি সিদ্দিকী, রাজ্য সভাপতি মঙ্গানি লাল মন্ডল এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি সেলের জাতীয় সভাপতি শিবচন্দ্র রাম উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল বারি সিদ্দিকি অভিযোগ করেন, বিধান পরিষদে বিরোধী দলনেতা রাবড়ি দেবীর বিরুদ্ধে বিহার সরকারের পদক্ষেপ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পরিচায়ক। তাঁর প্রশ্ন, রাবড়ি দেবীকে কেন সরকারি বাসভবন খালি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অথচ অন্য অনেক রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন ব্যবস্থায় সরকারি আবাসনে বসবাস চালিয়ে যাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের প্রসঙ্গ টেনে সিদ্দিকি দাবি করেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আবাসন কমপ্লেক্সের পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ৫ দেশরত্ন মার্গের সম্পত্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর আবাসন পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, ওই বাড়িটি আগে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত ছিল।

আরজেডি নেতা আরও জানতে চান, যদি সরকার সত্যিই নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলে, তবে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী এবং বিজেন্দ্র যাদব কেন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত সরকারি আবাসনে থাকছেন না।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বিধায়ক, সাংসদ, প্রাক্তন মন্ত্রী, বিভিন্ন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সরকারি আবাসন বরাদ্দের বিষয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলেন। সরকারের কাছে তিনি দাবি জানান, কোন নিয়ম ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই আবাসনগুলি বরাদ্দ করা হয়েছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান সাংসদদের সরকারি আবাসন বরাদ্দের প্রসঙ্গ তুলে সিদ্দিকি বলেন, একই ধরনের সুবিধা আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদ যাদব-কেও দেওয়া উচিত, কারণ তিনিও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মহাগঠবন্ধন সরকারের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে তিনি দাবি করেন, তখন দলীয় কর্মীদের দাবি সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিরোধীদের উচ্ছেদের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বর্তমান সরকারকে "বেছে বেছে পদক্ষেপ" নেওয়ার অভিযোগ করে তিনি বলেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।সিদ্দিকির বক্তব্য, সরকারি আবাসন নিয়ে এই বিরোধ এখন আর কেবল প্রশাসনিক বিষয় নয়; এটি গণতান্ত্রিক রীতি, রাজনৈতিক শালীনতা এবং সরকারি নিয়মের সমান প্রয়োগের বৃহত্তর প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ৬ জুন দিল্লিতে বিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে

নয়াদিল্লি, ১ জুন: ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ঘোষণা করেছেন, তিনি ৬ জুন ভারতে ফিরে এসে নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় দীপকে জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে ফিরছেন শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে এবং শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলনে যোগ দিতে।

ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, নীট প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরিশ্রম নষ্ট হওয়ার ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করা উচিত। এখন সময় এসেছে সংবিধানের পথ অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি জানানো।

দীপকের দাবি, নীট, সিবিএসই, কুয়েট এবং এসএসসিজিডি-সহ একাধিক পরীক্ষাকে ঘিরে বিতর্ক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে এক কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, নীটের ২২ লক্ষ, সিবিএসই-এর ১৭ লক্ষ, কুয়েটের ১৬ লক্ষ এবং এসএসসিজিডি-র ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীমোট এক কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এর জন্য কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এত বড় ঘটনার পরও যদি শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করেন, তাহলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের কর্মসূচি সম্পর্কে দীপকে জানান, তিনি ৬ জুন সকালে দিল্লিতে পৌঁছাবেন। সমর্থকদের বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এরপর সবাই মিলে সংসদ মার্গ থানায় গিয়ে যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অনুমতি চাইবেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। ভারতের সংবিধান আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকার প্রয়োগ করেই আমরা আন্দোলন করব, বলেন তিনি।

দীপকে জানান, তাঁর পরিবার ও বন্ধুরা আশঙ্কা করছেন, দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি নিজেকে মহাত্মা গান্ধী, ড. বি.আর. আম্বেদকর, ভগৎ সিং এবং জওহরলাল নেহরুর আদর্শের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, ভারতের সংবিধানের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা রয়েছে।

দীপকে আরও বলেন, ভয়ের মধ্যে আর কতদিন বাঁচব? এই দেশ কোনও একটি দলের নয়, এটি আমাদের সবার। দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে আওয়াজ তুলতেই হবে। তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক চাকরির প্রস্তাব পেলেও তিনি সেগুলি গ্রহণ না করে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। দেশ আমাকে যা দিয়েছে, তার প্রতিদান দেওয়ার সময় এখন আমাদের। আমরা যদি আজ কিছু না করি, তাহলে আর কে করবে? বলেন দীপকে।

উল্লেখ্য, নীট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বাতিল হওয়ার পর থেকেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অন্যতম কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন অভিজিৎ দীপকে। পুনর্নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, নীট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

নিট-ইউজি ২০২৬ পুনঃপরীক্ষা কম্পিউটার ভিত্তিক করার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ জুন (আইএএনএস): ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নিট-ইউজি ২০২৬-এর পুনঃপরীক্ষা কম্পিউটার-বেসড টেস্ট (সিবিটি) পদ্ধতিতে নেওয়ার নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, আগামী ২১ জুন নির্ধারিত পুনঃপরীক্ষার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চলমান থাকায় এই পর্যায়ে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

বিচারপতি পি. এস. নরসিমহা এবং বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চ পুনঃপরীক্ষাকে বর্তমান পেন-অ্যান্ড-পেপার পদ্ধতি থেকে সিবিটি মোডে স্থানান্তরের দাবিতে দায়ের করা আবেদনটি অবিলম্বে গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি জুলাই মাসে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে ২১ জুন নির্ধারিত পুনঃপরীক্ষা বর্তমান পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হবে। পুনঃপরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ১৪ জুনের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাডভোকেট সত্যম সিং রাজপুত দায়ের করা আবেদনে ২১ জুনের পুনঃপরীক্ষা সিবিটি পদ্ধতিতে নেওয়ার জন্য জরুরি নির্দেশ চাওয়া হয়েছিল। আবেদনে বলা হয়, বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে পেন-অ্যান্ড-পেপার পদ্ধতির দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুনানির সময় বিচারপতি নরসিমহার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন নির্দেশ দেওয়ার "কোনও প্রশ্নই ওঠে না"। আদালত উল্লেখ করে যে, পরীক্ষা একবার ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে এবং এখন তা পুনরায় আয়োজন করা হচ্ছে।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিষয়টি পরবর্তী শুনানিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। একইসঙ্গে এনটিএ-র কার্যক্রমে সংস্কার আনার দাবিতে দায়ের হওয়া অন্যান্য মুলতুবি আবেদনের সঙ্গে এই মামলাটিকেও যুক্ত করা হয়েছে। আবেদনে আরও দাবি করা হয়, ২০২৪ সালের বিতর্কের পর প্রাক্তন ইসরো প্রধান কে. রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বাধীন উচ্চপর্যায়ের কমিটির সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও নিট-ইউজি ২০২৬ মূলত একই পেন-অ্যান্ড-পেপার কাঠামোয় পরিচালিত হয়েছে, যেখানে প্রশ্নপত্রের মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহণের মতো গোপনীয় প্রক্রিয়াগুলি বহাল রয়েছে।

গত সপ্তাহে পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত একগুচ্ছ আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এনটিএ-র মধ্যে ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। আদালত মন্তব্য করে, পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বারবার বিতর্ক এড়াতে হলে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দিষ্টভাবে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।এদিকে, কেন্দ্র সরকার আদালতকে জানিয়েছে যে নিট-ইউজি ২০২৬ বিতর্কের পর পরিস্থিতির ওপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন।

দিল্লির আইটিও এলাকায় শিক্ষা মন্ত্রকের দফতরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ১ জুন (আইএএনএস): দিল্লির আইটিও এলাকায় অবস্থিত স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার (এসপিএ) ক্যাম্পাসের শিক্ষা মন্ত্রকের দফতরে সোমবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন দমকল বিভাগের কর্মকর্তারা।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (ডিএফএস) সূত্রে খবর, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে আটটি দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়।

জানা গিয়েছে, আইটিও এলাকার স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার ভবনের দ্বিতীয় তলায় প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগার পরপরই ভবনের ভিতরে থাকা সকলকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়। এরপর জরুরি ভিত্তিতে দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বিভাগ সকাল প্রায় ৯টা ৩৭ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায়। সঙ্গে সঙ্গে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। এখনও পর্যন্ত আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, রবিবার রাতে উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মুখার্জি নগর এলাকার ইন্দিরা বিহারে একটি তিনতলা বাড়িতেও বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।খবর পেয়ে প্রায় ছয়টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা।দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটে আগুন লাগার খবর আসে। প্রথমে বাড়ির ভেতরে থাকা বিভিন্ন গৃহস্থালির সামগ্রীতে আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা গোটা তিনতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আগুন লাগার কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) মেরামত করা হয়েছিল। ফলে এসি বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে মুখার্জি নগর থানার পুলিশ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চালাচ্ছে।

সরকার পরিবর্তনের পর বাংলার 'জিরো-লাইন' গ্রাম স্থানান্তরে জোর দিতে চায় বিএসএফ

কলকাতা, ১ জুন (আইএএনএস) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আরও কার্যকর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 'জিরো-লাইন' গ্রাম স্থানান্তরের উদ্যোগে নতুন করে জোর দিতে চলেছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)। দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ কেন্দ্রের কাছে সওয়াল করে আসছে। বাহিনীর শীর্ষকর্তাদের মতে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রক্রিয়া আরও গতি পেতে পারে।

বিএসএফের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমএইচএ) বহু বছর ধরেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কাজ হলো সীমান্ত থেকে কিছুটা দূরে উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করে তা অধিগ্রহণ করা। সীমান্ত সংলগ্ন কৃষিজমি আগের মতোই রাখা যেতে পারে এবং চাষিরা দিনের বেলায় সেখানে কাজ করতে পারবেন।'জিরো-লাইন' গ্রাম বলতে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলিকে বোঝায়। এই ধরনের বসতি সীমান্তে বেড়া নির্মাণ এবং নজরদারির কাজে বড় বাধা সৃষ্টি করে। এমনকি কিছু ভারতীয় গ্রাম সীমান্ত বেড়ার বাইরেও অবস্থান করছে।বিএসএফের ওই আধিকারিকের দাবি, এই গ্রামগুলি কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। রাতে সীমান্তের গেট বন্ধ হয়ে গেলে জরুরি পরিষেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরাই জানিয়েছেন, তাঁরা বাংলাদেশি অপরাধীদের দৌরাত্ম্যের মুখে অসহায়। তাঁরা স্থানান্তরে রাজি থাকলেও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।

ভারত ও বাংলাদেশ-এর মধ্যে মোট ৪,০৯৬.৭ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ২,২১৬.৭ কিলোমিটার সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে প্রায় ৩৬০টি জিরো-লাইন গ্রাম রয়েছে, যেখানে প্রায় ৭০ হাজার মানুষের বসবাস।এর অধিকাংশই মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কোচবিহার জেলায় অবস্থিত।বাহিনীর মতে, এসব গ্রামের উপস্থিতির কারণে বহু এলাকায় সীমান্ত বেড়া নির্মাণ সম্ভব হয়নি। ফলে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হচ্ছে। অপরাধীরা এই গ্রামগুলিকে ব্যবহার করছে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মানবপাচার এবং অন্যান্য বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য।

এছাড়া সীমান্তবর্তী এই বসতিগুলিতে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করতে হয়, যাতে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ যাতায়াত রোধ করা যায়। বিএসএফের কর্মকর্তারা আশাবাদী যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে এবং জিরো-লাইন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তোশিবার দেশীয়ভাবে উন্নত মোবাইল জিআইএস পোর্টফোলিও আরও বিস্তৃত

হায়দ্রাবাদ, ০১ জুন ভারতবর্ষের প্রথম ২২০ KV m-GIS সিস্টেম চালুর পর নিজেদের দেশীয় দ্ব-ওজ্জছ পোর্টফোলিও আরও সম্প্রসারণ করে, তোশিবা ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড জানিয়েছে যে তারা তাদের দেশীয়ভাবে উন্নত ১৩২ জ্ঞা দ্ব-ওজ্জছ সিস্টেম সফলভাবে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (পাওয়ারগ্রিড)-এর কাছে সরবরাহ করেছে। ১৩২ KV m-GIS সিস্টেমের উন্নয়ন ও সরবরাহ তোশিবা ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভারতবর্ষের দেশীয় মোবাইল উচ্চ-ভোল্টেজ সমাধান পোর্টফোলিও সম্প্রসারণের চলমান প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইউটিলিটি-নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাওয়ারগ্রিড-কে সরবরাহ করা এই অর্জন ভারতবর্ষের গ্রিড আধুনিকীকরণ, দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা এবং স্বনির্ভরতার যাত্রাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক উপলক্ষে হিরোশি ফুরুতা, তোশিবা ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (টিটিডিআই)-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বলেন, "আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে পাওয়ারগ্রিড-এর কাছে দেশীয় ১৩২ KV m-GIS সিস্টেম সরবরাহের মাধ্যমে আমাদের দ্ব-ওজ্জছ পোর্টফোলিও আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। কয়েক মাস আগে ভারতবর্ষের প্রথম দেশীয় ২২০ KV m-GIS সিস্টেম সফলভাবে সরবরাহ করার পর এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।" তিনি আরও বলেন, এই কমপ্যাক্ট এবং সহজে স্থানান্তরযোগ্য সমাধানটি ভারতে উন্নয়ন ও প্রকৌশল নকশার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে, যা সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এতে তোশিবা-এর প্রযুক্তি এবং স্থানীয় প্রকৌশল দক্ষতার সমন্বয় করা হয়েছে, পাশাপাশি এটি পাওয়ারগ্রিড-এর কঠোর প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত মানদণ্ডও পূরণ করে। ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, TTDI গ্রিডের প্রাপ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে কাস্টমাইজড এবং উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সমাধান সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।"

১৩২ KV m-GIS সিস্টেমটি তোশিবা ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা উন্নত করা হয়েছে, যেখানে তোশিবার প্রকৌশল দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং ভারতবর্ষের স্থানীয় উৎপাদন সক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একইসঙ্গে এতে পাওয়ারগ্রিড-এর পণ্যের স্পেসিফিকেশন এবং প্রযুক্তিগত, গুণগত, পরিচালনাগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চাহিদাগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জিং ফিল্ড পরিস্থিতিতেও নির্ভরযোগ্যভাবে পরিচালনার জন্য তৈরি ১৩২ সাত দফা দাবিতে সিডিপিও-র নিকট ডেপুটেশন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সিস্টেমটিতে একটি মানসম্মত "কানেক্ট—অপারেট—ডিসকানেক্ট— রিডিপ্লয় (সংযোগ কর্ন --- পরিচালনা করুন—বিচ্ছিন্ন করুন—পুনরায় স্থাপন করুন)" কনফিগারেশন রয়েছে, যা গ্রিড জুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কৌশলতা এবং পরিচালনাগত নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। এর কমপ্যাক্ট আকার এবং মডুলার আর্কিটেকচারের কারণে এই সিস্টেমটি উচ্চ-ঘনত্বপূর্ণ পরিবেশে দ্রুত স্থাপনের জন্য এবং ক্রমবর্ধমান ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের উপযোগী করে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। এটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে স্ট্যান্ডার্ড পরিবহন ট্রেলারে সহজে ফিট হয়, যান্ত্রিক কম্পন ও পরিবহনের চাপ সহ্য করতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্স বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং চলমান (লাইভ) প্রকল্প সাইটেও নির্বিঘ্ন ইন্টিগ্রেশন নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে ১৩২ KV m-GIS সিস্টেমটি ইউটিলিটি সংস্থা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া দল এবং দ্রুত কার্যকর মোবাইল বিদ্যুৎ অবকাঠামোর প্রয়োজন হয় এমন ট্রান্সমিশন অপারেটরদের জন্য একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সম্পদে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের প্রথম ২২০ KV m-GIS সিস্টেমের সফল সরবরাহ এবং এরপর পাওয়ারগ্রিড-এর কাছে ১৩২ KV মডেল সরবরাহের পর, তোশিবা ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বর্তমানে তাদের দেশীয় ৪০০ KV m-GIS সিস্টেমের প্রকৌশল নকশার উন্নত পর্যায়ে রয়েছে, যা চলতি বছরের শেষের দিকে সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

একজিমা এক ধরনের চর্মরোগ, কীভাবে এই সমস্যা দূর করবেন?

একজিমা এক ধরনের চর্মরোগ। ত্বকের বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে একজিমা খুবই জটিল এক অসুখ। একবার হলে সহজে সারে না কঠিন এই চর্মরোগ। একজিমায় আক্রান্ত মানুষের ত্বকে চুলকানি, জ্বালা, শুষ্ক হয়ে যাওয়া, এমনকি র‍্যাশের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

একজিমা হওয়ার আসলে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। সব বয়সের মানুষের ত্বকেই একজিমা হতে পারে। তাই সবাইকে সতর্ক হতে হবে। আবার একজিমার সমস্যা যে কোনো সময়ই দেখা দিতে পারে। তবে দেখা গেছে, বর্ষাকালে এই একজিমা আরও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটি ঘরোয়া উপায় মানলে অবশ্য পেতে পারেন স্বস্তি। জেনে নিন করণীয়- একজিমা কীভাবে ছড়ায়? বেশিরভাগ মানুষই এটোপিক একজিমাতে আক্রান্ত হন। বেশ কিছু ওষুধ ও টিকা একজিমার কারণ হতে পারে। আসলে এ ধরনের মানুষের ত্বক খুব বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল হয়। এমনকি দেখা গেছে কিছু লোশন ও ক্রিম ব্যবহারের পরও মানুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। একজিমার সঙ্গে মানসিক চাপেরও একটি ভূমিকা আছে। এছাড়া ধূমপান ও মদ্যপানের কারণেও একজিমার প্রকোপ বাড়তে পারে। কীভাবে সমস্যা দূর করবেন? সব সময় নিজের ত্বক পরিষ্কার রাখুন। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে এসে সরাসরি স্নান করে নিন। ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য ভালো সাবান

ব্যবহার করুন। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে স্নান করুন দ্রুত। হাত-মুখ না ধুয়ে তা চোখে-মুখে লাগাবেন না। একজিমায় যারা ভুগছেন তারা হারখা গরম জলে স্নান করুন। নিমের তেল ও নারকেল তেল সমমাত্রায় মিশিয়ে সপ্তাহে অনন্ত তিনবার ত্বকে ব্যবহার করে স্নান করুন। এই নিয়ম মানলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে পারবেন। এমনকি একজিমা থেকে মিলবে স্বস্তি।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর কার্যকরী ২টি উপায়

উজ্জ্বল ত্বক সবারই কাম্য। তবে রোদে পুড়ে প্রতিনিয়ত আমরা ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাচ্ছি। অনেকেই ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন। তবে তা ত্বকের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

তবে ঘরোয়া উপায় এই ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। আর এতে ত্বকের কোনো ক্ষতিও হওয়ার ভয় নেই। তাই জেনে নিন এমন দুটি উপায় সম্পর্কে, যা নিমিষেই আপনার

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। আর আপনি পেয়ে যাবেন প্রাণবন্ত ও ফর্সা ত্বক, ঠিক যেমনটি আপনি চান। ডিম এবং টকদই একটি পাত্রে ডিম এবং টকদই একসঙ্গে ভালো করে ফেটে নিন। এর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু এবং লেবুর রস মেশাতে পারেন। এই প্যাকটি মুখ এবং ঘাড়ে ভালো করে লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে বেশ কার্যকর।

ডিমের কুসুম, মধু এবং বাদাম তেল

একটি ডিমের কুসুম, এক চা চামচ মধু এবং এক চা চামচ বাদাম তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এটি আঙ্গুল দিয়ে ত্বকে ম্যাসাজ করে লাগান। ১৫ মিনিট পর কুসুম গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

আপনার লিভারের সব রোগ কফি পানেই সারবে

পৃথিবীর জনপ্রিয় পানীয়ের তালিকায় কফির স্থান একদম উপরের দিকে। সদ্য প্রকাশিত এক গবেষণার প্রতিবেদন জানাচ্ছে, কফি পানে লিভারের বিভিন্ন জটিলতার আশঙ্কা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

লিকুইড এনার্জি বা ব্রেইন জুস যে নামেই কফিকে ডাকা হোক না কেন, বহুকাল ধরে এটি মগভর্তি হয়ে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করছে।

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই চা এবং কফি বেশ প্রতিযোগিতা করেই মানুষের প্রিয় পানীয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। অনেকেই জানতে চান, তারা যে চা কিংবা কফি খাচ্ছেন; তা শরীরের জন্য আসলেই আশীর্বাদস্বরূপ না-কি হুমকিস্বরূপ! এতোকাল ধরে আমরা কফির জনপ্রিয়তায় জোয়ার-ভাটা দেখেছি! তবে সম্প্রতি এক গবেষণা অনুসারে, কফি লিভারের জন্য হতে পারে আশীর্বাদস্বরূপ।

এই সুসংবাদটি দিয়েছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় করা এক গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ব্রিটিশ লিভার ট্রাস্টের অভিজ্ঞ পরামর্শক গ্রায়েম আলেকজান্ডার।

তাছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের লিভার এসোসিয়েশনের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরাও এই গবেষণায় অবদান রেখেছেন। তারা কফি পানের সঙ্গে লিভারের সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রতিককালের গবেষণার রিপোর্ট এবং এ বিষয়ক অন্যান্য ইস্যু এবং চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

লিভারের রোগ যেভাবে বাড়ছে ক্রনিক লিভার ডিজিজের কারণে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে বহু সংখ্যক মানুষ মারা যায়। শুধু আমেরিকাতেই প্রতিবছর লিভার সিরোসিসে (লিভারের জটিল অসুখ) আক্রান্ত হয়ে ৩১ হাজার মানুষ মারা যাযন। লিভারের জটিলতায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে পুরো

বিশ্বজুড়েই। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল, ক্যালরি ও ফ্যাট গ্রহণের ফলেই মানুষের লিভারের জটিলতা বাড়ছে। এই সংক্রান্ত রোগের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই নিজের অজান্তে, নীরবেই দেহে লিভারের জটিলতা বয়ে বেড়ান।

যদিও লিভার মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। তা সত্ত্বেও হৃতিণ্ডের সমস্যায় আমরা যতটা উদ্বিগ্ন হই; লিভারের সমস্যায় ততটা উদ্বিগ্ন হন না অনেকেই। আগের সব গবেষণাকে পেছনে ফেলে স্বস্তিদায়ক খবর হচ্ছে, কফিই আপনাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে লিভারের নানা জটিলতা থেকে।

অধ্যাপক আলেকজান্ডার বলেন, ইউরোপ আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে দিন দিন লিভারের জটিলতায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখেছি, কফি কীভাবে এই রোগের প্রতিরোধে আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকরী।

লিভারের সমস্যা প্রতিরোধে কফি গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যারা কফি পান করেন তাদের তুলনায় যারা কফি পান করেন না তাদের লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ কম থাকে। অতীতে ধারণা করা হতো, লিভারে আগে থেকেই এমন কোনো জটিলতা থাকে; যার কারণে পরবর্তীতে সেটা লিভার ক্যান্সারের দিকে মোড় নেয়।

তবে কফি পানকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের লিভারে হয়তো এমন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়, যার কারণেই ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। তাছাড়া কফি পানে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ২৫-৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

ব্রিটিশ লিভার ট্রাস্টের প্রধান নিবাহী জুডি রাইস বলেন, লিভারের রোগ নীরব ঘাতকের মতো আমাদের দেহে বাস করে। খুব দেরি হওয়ার আগ পর্যন্ত এর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দৈনন্দিন জীবনে খুব সহজেই হাতের কাছে পাওয়া এই কফি লিভারের জটিলতাকে কমিয়ে আনতে কিংবা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

খাবার দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন, শরীরের কি কি ক্ষতি হচ্ছে জেনেনিন

অনেকেই আছে যারা দাঁড়িয়ে খাবার খায়। তা হতে পারে সময়ের অভাবে কিংবা নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নবান না হওয়ার কারণে। তবে জানেন কি, এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর?

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে মানসিক চাপ বাড়ে ও হজম ব্যাহত হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। খাবার খাওয়ার সময় অবশ্যই বসে স্থির হয়ে আস্তে আস্তে খেতে হবে।

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে খাবার সরাসরি পাকস্থলীতে চলে যায়। তাই খাবার সঠিকভাবে হজম হয় না। তাই পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। আর খাদ্যনালি, পাকস্থলীতে কোনো সমস্যা না থাকলেও অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে। আর খাবার ঠিক মতো হজম না হলে তার প্রভাব পরে আমাদের শরীরে। কারণ বদহজম নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। বদহজম হলে গ্যাস, পেট ফাঁপা, খাবার জমাট হয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালা ও অবসাদ দেখা দেয়।

নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা কোন বয়স থেকে করা জরুরি

বর্তমানে ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। আন্তর্জাতিক ডায়াবিটিস ফেডারেশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে গোটা বিশ্বে ডায়াবিটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫৪ কোটি। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খারাপ হতে থাকে। ডায়াবেটিসের প্রভাবে চোখ থেকে শুরু বরে কিডনি, হার্ট, লিভার এমনকি পায়েও নানা রোগ বাসা বাঁধে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিচ্ছে এই রোগের ঝুঁকি। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দ্রুত রোগ নির্ণয় করা জরুরি। তবে কোন বয়স থেকে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা দরকার? অনেকেরই ধারণা আছে ৪০ বছরের উপরের মানুষের ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকলেও প্রতি ৩ বছর অন্তর ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা

প্রয়োজন। তবে আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন বলছে, তিন দশক আগেও শিশু ও তরুণ-তরুণীদের দেহে এই রোগ ছিল অত্যন্ত বিরল। তবে এই তিন দশকে তা পাল্টে গেছে। এখন শিশুদের মধ্যেও টাইপ ১ ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এখন আর ৪০ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। বয়স ২৫ পার হলেই নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সব বয়সীদের মধ্যেই ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার অন্যতম এক কারণ হলো স্থূলতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি, প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসের প্রাথমিক কারণ এটি। পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস অল্প বয়সীদের মধ্যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমেই লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। এর পাশাপাশি নিয়মিত ডায়াবেটিস মাপতেও ভুলবেন না।

ব্রেকফাস্টে ভুলেও খাবেন না এই খাবারগুলি

সুস্থ থাকতে গেলে সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক চিকিতকও একথা বলে থাকেন। তবে শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার ক্ষেত্রে কোন সময় কী খাবার খাওয়া উচিত সেটা জানাও অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত ব্রেকফাস্টের দিকে একটু বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ এমন বেশ কিছু খাবার আমরা ব্রেকফাস্টে খাই, যেগুলি আমাদের শরীরের পক্ষে ভাল নয়। এর ফলে হজম বা অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, সকালের খাবারে আপনাকে ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ ও প্রোটিনের ভাণ্ডার রাখতে হবে। তবেই মানুষ সুস্থ থাকতে পারবেন। এবার কিছু খাবার রয়েছে যা ব্লাড প্রেশার বাড়ায়, সুগার বাড়ায়, এমনকী দুর্বলতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। তাই সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সকালের ব্রেকফাস্টে যে খাবারগুলি একদম নয়.

১) প্যাকেট করা জুস- অনেকেই এখন খেয়ে থাকেন প্যাকেটজাত জুস। বোতলবন্দি এই জুস কিন্তু শরীরের জন্য ভালো নয়। বিশেষত, সকালে আপনি এই জিনিস পান করলে খারাপ হতে পারে। এই পানীয়ে মেশানো থাকে আর্টিফিসিয়াল সুইটনার। সেক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের কারণ হতে পারে এই জুস। তাই এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। তবেই ভালো থাকতে পারবেন। নইলে সমস্যা বাড়বে কয়েকগুণ। এছাড়া আরও একটা বিষয় হল, এই পানীয়ে থাকা ক্যালোরি সমস্যা বাড়ায়। তাই সতর্ক হন।

২) লুচি, আলুরদম- এবার বাঙালি মাত্রই ভালোবাসেন ফুলকো লুচি। সেই লুচির সঙ্গে আলুর দম হলে তো কথাই নেই। সকালটা যেন জমে যায়। তবে এই খাবার কিন্তু সকালে খাওয়া যাবে না। আসলে সকাল কেন, সারাদিনের কোনও সময়ই খাওয়া উচিত নয়। সেক্ষেত্রে শরীরে প্রবেশ করে খারাপ কিছু ফ্যাট থেকে নানা ক্ষতিকারক পদার্থ। তাই লুচি ও আলুর দম থেকে আপনাকে দূরে যেতে হবে। তবেই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। আপনি ভালো থাকবেন।

৩) সাম্বার বড়া- অনেকেই খেয়ে থাকেন সাম্বার বড়া। এই খাবারের যদিও আমাদের এখানে আগে প্রচলন ছিল না। তবে বর্তমানে এই সাম্বার বড়া অনেকেই সকালে খাচ্ছেন। এই খাবার সকালে খেলে শরীরের ১২টা বাজে। তাই সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করুন। আসলে এই খাবার ডিপ ফ্রাই করা হয়। এছাড়া এই খাবার তৈরি করা হয় ডাল থেকে। সেক্ষেত্রে সহজে হজম হয় না। এমনকী পেটে গ্যাস হতে পারে। এটা হল মূল সমস্যার বিষয়।

৪) কর্ন ফ্লেকস- আসলে কর্ন ফ্লেকসকে মানুষ খুবই উপকারী এক খাবার মনে করেন। যদিও এই খাবারে দ্রুত বাড়ে সুগার। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই বেশি। তাই আপনি অবশ্যই কর্নফ্লেকস এড়িয়ে যান। এছাড়া মাথায় রাখতে হবে যে এর মধ্যে রয়েছে নুন। ফাইবার নেই বললেই চলে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। তাই আপনি এই খাবার না খাওয়াই ভালো। এভাবেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এমনকী ছোটদেরও এই খাবার দেবেন না। ৫) সাদা পাউরুটি- সকালে পাউরুটি খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। এবার পাউরুটি খেলে অনেক ক্ষেত্রেই শরীরে গুরুতর জটিলতা তৈরি হয়। এমনকী জ্যাম লাগিয়ে খেলে তো আরও জটিলতা বাড়তে থাকে। তাই চিন্তার কোন কারণ নেই বললেই চলে। এবার আপনাকে এড়িয়ে যেতে হবে সাদা পাউরুটি। এভাবেই ভালো থাকতে পারবেন।

রাজস্থান কংগ্রেস নেতৃত্ব অন্য রাজ্যগুলির জন্য দৃষ্টান্ত: রাহুল গান্ধী

জয়পুর, ১ জুন (আইএএনএস) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সোমবার রাজস্থান কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরা এবং বিরোধী দলনেতা তিকারাম জুলি-র মধ্যে সমন্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এটি দেশের অন্যান্য রাজ্যের জন্যও একটি আদর্শ উদাহরণ।

কিষাণগড় বিমানবন্দরে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, রাজ্য সভাপতি এবং সিএলপি নেতার (বিরোধী দলনেতা) মধ্যে অত্যন্ত ভালো সমন্বয় রয়েছে। এটি অন্যান্য রাজ্যের জন্যও একটি উদাহরণ হতে পারে। রাহুল গান্ধী রাজস্থানে পৌঁছেছেন কংগ্রেসের ১০ দিনব্যাপী জাতীয় চিন্তন শিবিরের সমাপনী অধিবেশনে যোগ দিতে। এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুষ্কর-এ। শিবিরে তিনি দলের বিভিন্ন পদাধিকারীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এর মধ্যে ছিলেন রাজস্থানের ৫০ জন এবং দিল্লির ১৫ জন জেলা সভাপতি। এছাড়াও, মোট ৬৫ জন জেলা সভাপতির পরিবারের সদস্যদেরও পুষ্করের হ্নবত্ম ট্টদ্রন্স্‌ত্র ট্টত্রন্দ্রর্ন্ঠ-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেখানে রাহুল গান্ধী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলোকচিত্র তোলেন। মদন গোপাল জানান, রাহুল গান্ধী দলীয় নীতি, আদর্শ এবং নিষ্ঠার গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মদন গোপালের বক্তব্য অনুযায়ী, রাহুল গান্ধী বলেন, কংগ্রেস একটি 'তপস্যার দল', যা কেবল ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলির থেকে আলাদা। তিনি জনগণের সেবাকেই দলের মূল লক্ষ্য হিসেবে বজায় রাখার আহ্বান জানান।

রাহুল গান্ধী বলেন, যাঁরা ভালো কাজ করবেন, ভবিষ্যতে তাঁদের পদোন্নতি হবে। আর যাঁরা কাজ করবেন না, তাঁদের জন্য ভিন্ন পথ থাকবে।

সোমবার সকাল প্রায় ১০টা ৫ মিনিটে কিশনগড় বিমানবন্দরে অবতরণ করেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত, গোবিন্দ সিং দোতাসরা, রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুখজিন্দর সিং রান্ধাওয়া, টিকারাম জুলি এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট।

কিশনগড়ের বিধায়ক বিকাশ চৌধুরী রাহুল গান্ধীকে প্রতীকী উপহার হিসেবে একটি ঐতিহ্যবাহী লাঙল প্রদান করেন, এরপর তিনি পুষ্করের উদ্দেশে রওনা দেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-রও চিন্তন শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, তবে তাঁর সফর বাতিল করা হয়েছে।

এদিকে, দুপুরে পুষ্করে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও কংগ্রেস কর্মীরা বিভিন্ন পোস্টার হাতে রিসর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করেন। ১০ দিনের চিন্তন শিবির শেষে এবং সেবা দলের কর্মীদের সঙ্গে চূড়ান্ত মতবিনিময়ের পর রাহুল গান্ধী পুষ্কর থেকে কিশনগড় বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন।

দলীয় কর্মীদের উদ্ধৃত করে জানা গেছে, রাহুল গান্ধী সকল জেলা সভাপতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে দলীয় কর্মী হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। অধিবেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সচিন পাইলট বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এ ধরনের চিন্তন শিবির আয়োজন করা হচ্ছে এবং রাহুল গান্ধীর লক্ষ্য হলো দলের মধ্যে জেলা সভাপতিদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করা।

গরুকে 'জাতীয় পশু' ঘোষণার দাবিতে ধর্মীয় নেতাদের কটাক্ষ যোগীর, বললেন 'গোমাতা নিজেই রাষ্ট্রমাতা'

লখনউ, ১ জুন (আইএএনএস): গরুকে 'জাতীয় পশু' ঘোষণার দাবিকে কেন্দ্র করে কিছু ইসলামি ধর্মীয় নেতার বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার বিজনৌরে এক অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গরু আমাদের মা। মায়ের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক, গোমাতার সঙ্গেও আমাদের সেই সম্পর্ক। এটি প্রমাণ করার বা কোনও বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।" পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত পরিবার এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের মধ্যে জমির মালিকানার শংসাপত্র বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "গোমাতা নিজেই রাষ্ট্রমাতা। তাঁকে কাউকে আলাদা করে ঘোষণা করার দরকার নেই।"

সম্প্রতি বকরিদ উপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম ধর্মীয় নেতা গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি তুলেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, এর ফলে গবাদি পশু জবাই নিরুৎসাহিত হবে এবং দুধ উৎপাদনকারী প্রাণী হিসেবে গরুর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

আজমের শরীফ দরগাহ-এর সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় নেতা সৈয়দ সরওয়ার চিশতী নরেন্দ্র মোদী-র কাছে সংসদে গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার প্রস্তাব আনার আহ্বান জানান। পাশাপাশি গরু জবাই এবং গোমাংস রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞারও দাবি তোলেন।

এছাড়া অল ইন্ডিয়া জামিয়াতুল কোরেশ-ও গরুকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দেওয়া এবং গোমাংস রপ্তানিকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি মোহাম্মদ জাভেদ কুরেশি অভিযোগ করেন, বেআইনি পশু জবাইয়ের মাধ্যমে কিছু রপ্তানিকারক সংস্থা বিপুল মুনাফা করছে।

তবে ধর্মীয় নেতারা একইসঙ্গে গো-রক্ষার নামে স্বঘোষিত গোরক্ষক গোষ্ঠীগুলির বাড়বাড়ন্ত এবং গবাদি পশু ব্যবসায়ীদের হয়রানির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ভারতে গরু যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার প্রতীক। এখন গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি তোলা কিছু মানুষের "দ্বিচারিতা" এবং "মানসিকতার" পরিচয় বহন করে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "যাঁরা গোমাতাকে কেবল পশু হিসেবে চিহ্নিত করতে চান, তাঁদের মানসিকতা শয়তানি প্রবৃত্তির পরিচায়ক।"

PNIET No: 26/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 25/05/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Mtc. of staff quarters within the jurisdiction of Capital Complex Sub Division No.I, PWD (Buildings), Kunjaban Extension, Agartala/SH: Water proofing treatment for staff quarters along with rain water pipe etc. during the year 2026-27. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 20/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27

Estimated Cost: 9,67,323.00, Earnest Money: 19,346.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days

Last date & time for online Bidding: 03/06/2026 upto 3:00 PM

ICA/C-613/26

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

NOTICE INVITING TENDER

The Director, Employment Services & Manpower Planning, Tripura, Office Lane, Agartala-799001 invites tender for hiring of one Maruti Eeco (CNG) vehicle for O/o The Joint Recruitment of Tripura, Agartala for official purpose from the reputed Travel Agencies/ individual owner having commercial permit with valid registration number. Detailed tender notice, schedule and tender documents can be obtained from www.employment.tripura.gov.in The last date of submission of tender is 15/06/2026 upto 4.00 p.m.

ICA/C-618/26

(A.Saha, TC
Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যেও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিকে স্বাগত শিল্পমহলের

নয়াদিল্লি, ১ জুন (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার সংকটজনিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যেও এপ্রিলে ভারতের শিল্পোৎপাদন সূচক (আইআইপি)-এর স্থিতিশীল বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের শিল্পমহল। শিল্প সংগঠন অ্যাসোচ্যামের সভাপতি নির্মল কুমার মিন্দা সোমবার বলেন, মূলধনী পণ্যের উৎপাদনে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং এটি দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী সামগ্রিক চাহিদার ইঙ্গিত বহন করে।

তিনি জানান, মধ্যবর্তী পণ্যের উৎপাদনে ৭.৭ শতাংশ, অবকাঠামো ও নির্মাণ সামগ্রী খাতে ৭.১ শতাংশ এবং ভোক্তা টেকসই পণ্যে ৪.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আগামী দিনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জিডিপি বৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে। মিন্দা বলেন, শিল্পমহলের উদ্যোগ এবং সরকারের সহায়তায় শিল্পোৎপাদনের বর্তমান গতি ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে বলে অ্যাসোচ্যাম আশাবাদী।

২০২২-২৩ ভিত্তিবর্ষ অনুযায়ী প্রকাশিত শিল্পোৎপাদন সূচকের (দ্রুত অনুমান) তথ্য অনুসারে, ২০২৬ সালের এপ্রিলে আইআইপি ৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান চালিকাশক্তি ছিল উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, যেখানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.২ শতাংশ।

পিএইচডি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি রাজীব জুনেজা বলেন, গত কয়েক বছরে ভারতের শিল্প খাত আরও বৈচিত্র্যময় এবং প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। সংশোধিত আইআইপি পরিসংখ্যান বর্তমান উৎপাদন কাঠামোর আরও বাস্তব চিত্র তুলে ধরবে এবং বিভিন্ন খাতের শিল্পমূল্যায়নের মান উন্নত করবে। নতুন কাঠামোতে গ্যাস সরবরাহ, জল সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি খনি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে আরও বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস যুক্ত করা হয়েছে। হালনাগাদ পদ্ধতিতে ৪৬৩টি পণ্যগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ সালের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ওজন নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোটরগাড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং পরিবহণ সরঞ্জাম উৎপাদনে শক্তিশালী বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খাতই প্রবৃদ্ধির প্রধান চালক হিসেবে রয়ে গেছে। একই সঙ্গে অবকাঠামো ও মধ্যবর্তী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও শিল্পোন্নয়নের ধারাবাহিক গতি বজায় থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

1st CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, It has been reported by Sri Subhankar Biswas, FR, I/c, FPU, Unakoti vide OR No.50/FPU- Unakoti /2025-26 dated 27/03/2026 under Kailashahar Forest Sub-Division, on 27-03-2026 at about 11:40 PM over patrolling duty along with the staff he has apprehended 1 (One) no's vehicle bearing Registration no. TR- 02H-1783.(Engine no.- 0.8LTDICRAIL08JSYS96590 Model TATA Magic Carrier and Chasis no.: MAT535051 HYJ16354) from Bhati Jalai area, under Jalai beat, with loaded 1.732 cum round timber for violating TP rules, and brought under the custody of Sub-Divisional Forest Officer's office complex, Kailashahar for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide notification No.F.7(310)/For/FP- 2016/25701-747, dated 15-11-2016 of Addl. Secretary to the Government of Tripura, as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section, 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle bearing Registration:TR-02H-1783,(Engine no. 0.8LTDICRAIL08JSYS96590 Model - TATA Magic Carrier and Chasis no.: MAT535051HYJ16354) from Bhati Jalai area, under Jalai beat, with loaded 1.732 cum round timber for violating TP rules of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence u/s 41, 42, 52 and 52(A) of IFA 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the legal owner (s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kailashahar) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owner (s) or his's/her's/their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period, the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces should be taken ex-parte.

Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at SDFO office complex Kailashahar.

Issued under my Seal & Signature this day on

ICA/D-264/26

(Subham Das, TFS), Sub-Divisional Forest Officer
Kailashahar Forest Sub-Division

NOTIFICATION

Memorandum No.F.1(1-21)-ICDS/SWE/2018/2199(102) dated 31/03/2026 As per applications in plain paper are invited from the interested Female candidates (Married/ Widow) under mentioned GP/ADC Village under Chandipur RD Block area for temporary engagement of Anganwadi Worker on "no work no honorarium basis" in the following vacant post of AWC under Kailashahar Dist. Head Quarter ICDS Project, Unakoti, Tripura. The minimum qualification for AWWs is Class-XII Passed & Age limit 18-35 Years as on 01/01/2026 & upper age relaxation up to 5 years is applicable for SC/ST/Divyangan (differently able) candidates. The monthly honorarium for AWWs will be Rs.8000/-

Details of vacancy in AWCS

SI No.	Name of AWC	Name of GP	Name of Block	No of Vacant Post of Anganwadi Workers
1	Pascim Pechar Dahar	Bilashpur	Chandipur	01

In this connection, the interested candidates are hereby requested to submit their application w.e.f 29-05-2026 to 05-06-2026 in working days from 11.00 am to 3.00 pm along with self-attested copy of necessary supporting documents to the office of the undersigned. It is also requested to bring all the requisite documents in original for producing before the interview Board. The interview date will be informed later on.

The other details information is available in the office of the undersigned.

ICA/D-259/26

(Subrata Paul)
Child Development Project Officer
Kailashahar Dist. HQ ICDS Project
Unakoti Tripura

পাকিস্তানে 'সম্মান রক্ষার' নামে হত্যাকাণ্ড ভুক্তভোগীদের সুরক্ষায় পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন

ইসলামাবাদ, ১ জুন (আইএএনএস): পাকিস্তানের করাচি-তে সদ্য বিবাহিত এক দম্পতি নাদিয়া আসলাম এবং নজীবুল্লাহ আজিজকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এটি দেশটিতে তথাকথিত 'সম্মান রক্ষার' নামে সংঘটিত আরেকটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে সামনে এসেছে। নিহত তরুণীর ভাইকে এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের দাবি করেছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, আদালত চত্বর ছাড়ার পর অভিযুক্ত ও তার সহযোগীরা যখন দম্পতিকে অনুসরণ করছিল, তখন পুলিশ কেন সতর্ক হয়নি। পাকিস্তানের দৈনিক দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল-এ প্রকাশিত এক মতামত নিবন্ধে বিশ্লেষক গাজী সালাহউদ্দিন লিখেছেন, কর্তৃপক্ষ আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হলে নাদিয়া এবং নজিবুল্লাহর হত্যাকাণ্ড রোধ করা সম্ভব ছিল। দুই তরুণ-তরুণীর জীবনের প্রতি উদাসীনতা পাকিস্তানি সমাজের নৈতিক অবক্ষয়েরও একটি উদাহরণ হতে পারে।

ঘটনাপ্রবাহ অনুযায়ী, ২০ বছর বয়সি নাদিয়া আসলাম বাড়ি ছেড়ে ২৫ বছর বয়সি নজিবুল্লাহ আজিজকে বিয়ে করার পর তাঁর পরিবার পুলিশের কাছে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। গত ২৫ মে তিনি মালির কোর্ট-এ হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় বিয়ে করার কথা জানান এবং বিবাহের সনদও জমা দেন।

এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মোটরসাইকেলে থাকা সশস্ত্র হামলাকারীরা দম্পতিকে অনুসরণ করছিল। পরে তারা গাড়িতে গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থলেই নাদিয়া ও নজিবুল্লাহ নিহত হন।

গাজি সালাহউদ্দিন তাঁর লেখায় প্রশ্ন তোলেন, দম্পতি যে পরিস্থিতিতে আদালতে এসেছিলেন, তাতে 'সম্মান রক্ষার' নামে হামলার আশঙ্কা পুলিশ কেন করেনি? আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়ার পর এ ধরনের হত্যার একাধিক নজির রয়েছে। পুলিশ আরও সতর্ক থাকলে ক্ষুব্ধ ভাইকে শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারত।

তিনি আরও লেখেন, এই মর্মান্তিক অপরাধের জন্য কেবল হত্যাকারীরাই নয়, রাষ্ট্র, সমাজ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিও কি কোনওভাবে দায়ী নয়? নারীর মুক্তি ও ক্ষমতায়ন কি পাকিস্তানি সমাজের অগ্রগতির ধারণার অংশ হবে?

এদিকে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানে সম্মান রক্ষার নামে হত্যাকাণ্ড এখনও গুরুতর মানবাধিকার সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। ঘটনাগুলির সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি হলেও দোষীদের দণ্ডিত হওয়ার হার অত্যন্ত কম।

পাকিস্তানের আরেক শীর্ষস্থানীয় দৈনিক দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পারিবারিক ক্ষমা, বিচারিক বিলম্ব এবং আইন প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে নিরপরাধ মানুষ এখনও 'সম্মান'-এর নামে প্রাণ হারাচ্ছেন।

টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (এসএসডিও)-র সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, আইন থাকা সত্ত্বেও দুর্বল তদন্ত, বিচারিক জটিলতা এবং সামাজিক চাপ বিচারপ্রাপ্তির পথে বড় বাধা হয়ে রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে সর্বাধিক ২২৫টি সম্মান হত্যার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র দু'জন। খাইবার পাখতুনখোয়া-তে ১৩৪টি ঘটনার বিপরীতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র দু'জন। সিন্ধ-এও একাধিক ঘটনা ঘটলেও কোনও দণ্ডাদেশ হয়নি। অন্যদিকে বেলুচিস্তান-এ ৩২টি ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

নারী অধিকারকর্মী ইমরান টক্কর জানান, সম্মান হত্যার শিকারদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। তাঁর মতে, নারীরা এমনিতেই সমাজের দুর্বল ও নিপীড়িত অংশ হিসেবে বিবেচিত হন। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারও মামলা থেকে সরে আসে। পুলিশ যদি আরও শক্তিশালী মামলা তৈরি করে, উন্নত তদন্ত পরিচালনা করে এবং প্রসিকিউশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তবে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

তিরুচিরাপল্লির জনসভা থেকে ডিএমকেকে নিশানা বিজয়ের, দুর্নীতিমুক্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি

চেন্নাই, ১ জুন (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এবং তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম-এর সভাপতি বিজয় সোমবার ডিএমকে এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, রাজ্যের মানুষ সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি ও অর্থশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দলকে ঐতিহাসিক জনাদেশ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবার তিরুচিরাপল্লী সফরে গিয়ে এক বিশাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভায় তিনি তিরুচিরাপল্লি পূর্ব কেন্দ্রের ভোটার এবং সমগ্র তামিলনাড়ুর জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানান। নিজেকে রাজ্যের "প্রথম সেবক" বলে উল্লেখ করে মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

বিজয় বলেন, এই নির্বাচনী ফলাফল সাধারণ মানুষের পরিবর্তন ও সুশাসনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তাঁর দাবি, দলের প্রাপ্ত জনসমর্থন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম. জি. রামচন্দ্রন-এর রাজনৈতিক অভিষেকের সময়কার সাফল্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে এমজিআরের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার অনন্য। বিরোধীদের কটাক্ষ করে বিজয় বলেন, সরকার গঠনের পর ছয় মাস নীরব থাকার কথা বলা নেতারা ছয় দিনও সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, "আপনারা কথা বলে যান, আমি কাজ করে যাব।"

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এখন তামিলনাড়ুর মূল রাজনৈতিক লড়াই তাঁর দল টিভিকে এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি ডিএমকে সভাপতি এম. কে. স্ট্যালিন-কে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও উল্লেখ করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, সরকার গঠনের আগে শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল, কিন্তু জনগণের রায় বদলাতে পারেনি। বিজয় বলেন, বিরোধীদের কড়া নজরদারি তাঁর সরকারের জন্য ইতিবাচক হবে, কারণ এতে প্রশাসন আরও জবাবদিহিমূলক ও কর্মমুখী থাকবে। তিনি বিধানসভার কার্যক্রম ও প্রশাসনের প্রতি মানুষের বাড়তে থাকা আগ্রহকেও স্বাগত জানান।

সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ তুলে তিনি ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি জানান, ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুতের প্রকল্পটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জে. জয়ললিতা-র আমলে চালু হয়েছিল।

তিনি বলেন, টাসম্যাক (মদ বিক্রয় সংস্থা) নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং কৃষিঋণ মকুবের ক্ষেত্রেও সরকার সাধ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছে।

মাদকাসক্তি এবং নারীদের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা অপরাধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজয় ঘোষণা করেন, নারীদের সুরক্ষা ও কল্যাণে 'সিঙ্গাপেন' প্রকল্প আগামী সপ্তাহে চালু করা হবে। কৃষকদের কল্যাণও সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

ক্ষমতা দখলের জন্য ঘোড়া-বেচাকেনার রাজনীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পরোক্ষ পথে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করলেও তাঁর সরকার এ ধরনের কোনও কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। ভোট কেনাবেচা বন্ধ করে স্বচ্ছ নির্বাচনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

দুর্নীতিমুক্ত ও ঘুষমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজয় বলেন, তাঁর সরকার বৈষম্যহীনভাবে শাসন করবে, তামিলনাড়ুর অধিকার ও নদীর জল সংক্রান্ত স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বজায় রাখবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজ্যের ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রই সরকারের সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নয়নের সুফল প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হবে।

তিরুচিরাপল্লি পূর্ব কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনের ইঙ্গিত দিয়ে বিজয় জানান, টিভিকে সম্ভবত স্থানীয় কোনও প্রার্থীকে মাঠে নামাবে।

ভাষণের শেষে তিনি বলেন, কোনও রাজনৈতিক শক্তিই তাঁকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না এবং তামিলনাড়ুর জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক "অটুট"।

মায়ানমারে সক্রিয় ভারতীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ তুললেন মোদি, পদক্ষেপের আশ্বাস প্রেসিডেন্ট মিন অং হ্লাইং-এর

নয়াদিল্লি, ১ জুন (আইএএনএস): মায়ানমারের ভূখণ্ডে সক্রিয় ভারতীয় বিদ্রোহী ও জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের বিষয়টি সোমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উত্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন নয়াদিল্লিতে মায়ানমারের প্রেসিডেন্ট মিন অং হ্লাইং-এর সঙ্গে তাঁর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি জানান, ভারতের উদ্বেগের বিষয়গুলি সম্পর্কে মায়ানমার সরকার সংবেদনশীল এবং দেশটি আশ্বাস দিয়েছে যে তাদের ভূখণ্ড থেকে কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী যাতে ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিক্রম মিস্রি বলেন, "মায়ানমারে আমাদের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গটি প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট পুনরায় আশ্বাস দিয়েছেন যে মায়ানমার এই উদ্বেগকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে তারা ভারতের নিরাপত্তার জন্য কোনও হুমকি সৃষ্টি করতে না পারে।" মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বিদেশ সচিব বলেন, বর্তমানে দেশটিতে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। তবে মায়ানমার সরকার বিভিন্ন পক্ষকে আলোচনার টেবিলে এনে বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

তিনি জানান, "মায়ানমার সরকার বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন ও গোষ্ঠীকে এক মঞ্চে আনার মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বর্তমান শাসনব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কীভাবে একটি সর্বসম্মত কাঠামো গড়ে তোলা যায়, সেই প্রচেষ্টাই চলছে।"

বিদেশ সচিব আরও বলেন, মায়ানমারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা শুধু ভারতের জন্য নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, "মায়ানমারের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা এবং দুই দেশের মধ্যে ১,৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের সুরক্ষার জন্যই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগ প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এটি জরুরি।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আসিয়ান-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে মায়ানমারের স্থিতিশীলতা পুরো আসিয়ান জোটের সংহতি ও কার্যকারিতার জন্যও অপরিহার্য। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সীমান্তপারের ঘাঁটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। এদিনের বৈঠকে সেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি আবারও গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছে।

সোমবার আগরতলার হজ ভবনে চা চক্রের আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

কৃষক-শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে বিসি নগর ব্লকে সিপিআই(এম)-এর ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ জুন: কৃষক ও শ্রমিকদের একাধিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে সিপিআই(এম) ভারতচন্দ্রনগর অঞ্চল ও কলাবাড়িয়া অঞ্চলের যৌথ উদ্যোগে রবিবার ৩৫ নম্বর বিলোনিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বিসি নগর ব্লক অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনের মাধ্যমে ব্লক প্রশাসনের কাছে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (রেগা)-তে চোখের ছাপ না মেলার কারণে শ্রমিকদের কাজ ও মজুরি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, কৃষকদের ট্রাক্টর পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ডিজেল সরবরাহ, রেগা কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান এবং চলাচলের অযোগ্য গ্রামীণ সড়কগুলির দ্রুত সংস্কারের দাবি জানানো হয়।

এদিন প্রতিনিধি দল বিসি নগর ব্লকের বিডিও কাবেরী দেববর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, কৃষক নেতা নির্মল ভৌমিক, মানিক বিশ্বাস, মৃদুল দত্ত এবং বিকাশ পালসহ জেলা ও মহকুমা নেতৃত্বের অন্যান্য সদস্যরা।

আলোচনার পর বিডিও স্মারকলিপিতে উত্থাপিত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন কর্মসূচি শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক দীপংকর সেন কৃষক ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং দ্রুত সমাধানের দাবি জানান।

লাউগাং এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার ব্যক্তি, হামলার অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুন: শান্তিরবাজার মহকুমার লাউগাং এলাকায় এক ব্যক্তিকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহত ব্যক্তির নাম দিলীপ দাস। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার লাউগাং এলাকার বাসিন্দারা দিলীপ দাসকে গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগায় এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। পরে দমকল কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দিলীপ দাসের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, দিলীপ দাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের হুমকি দেওয়া এবং কয়েকজনের উপর হামলার অভিযোগ ছিল। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা ও প্রকৃতি নিয়ে তদন্ত চলছে।

এদিকে, স্থানীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার কিছু যুবক দিলীপ দাসকে একটি অটোতে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর জঙ্গলের পাশে গুরুতর জখম অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পুলিশি তদন্ত চলছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করা হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, কেউ অপরাধ করে থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু কাউকে এভাবে মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হামলার নেপথ্যে কারা জড়িত এবং কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে আহত দিলীপ দাসের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে তার পরিবার ও এলাকাবাসী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাণীপালকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে: প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: জাতীয় প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় খুরা রোগ প্রতিরোধে টিকাকরণ কর্মসূচির অষ্টম পর্যায় আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ঊষাবাজার ভেটেরিনারি ডিসপেনসারির অধীন দীঘালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার, দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এন. কে. চঞ্চল, অতিরিক্ত অধিকর্তা সহ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে দীঘালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, প্রাণীপালকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। প্রাণীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, খুরা রোগ গবাদি প্রাণীর একটি ভাইরাসজনিত সংক্রমণ। এই রোগে সংক্রামিত হলে প্রাণীর ওজন কমে যাওয়া, প্রজননজনিতে সমস্যা তৈরি, দুধ উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি হয়ে থাকে। তাতে প্রাণীপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং প্রাণীপালকগণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত টিকাকরণ করার জন্য তিনি প্রাণীপালকদের প্রতি আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর নিয়মিতভাবে খুরা রোগ বা এফ.এম.ডি. টিকাকরণ কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। তার ফলে রাজ্যে প্রাণীসম্পদের স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

এই টিকাকরণ অভিযানের আওতায় চার মাস বা তার বেশি বয়সী সুস্থ গরু ও মহিষকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত টিকাকরণ দল সারা রাজ্যে এই কর্মসূচি পরিচালনা করবে। যে সব গবাদি পশুর আগে ট্যাগিং করা হয়নি সেগুলির ট্যাগিং করা হবে এবং ১২ সংখ্যার নম্বর দেওয়া হবে, যা প্রাণী সনাক্তকরণ ও রোগ পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে।

হস্ততাঁত শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে আমবাসায় জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে আজ আমবাসা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এক জেলাভিত্তিক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তাঁত শিল্পকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রতিমা মালাকার, ভাইস চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর, দপ্তরের অধিকর্তা অজিত শুক্ল দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক ভান লাল ডিকা দার্লং সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, সবাইকে স্বাবলম্বী করাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দপ্তর পরিকল্পনা গ্রহন করে কাজ করে চলেছে। শুধু লাখপতি দিদি নয় কোটিপতি দিদি তৈরি করতে হবে এবং সেদিকে নজরদারি রেখেই চলছে কাজ। এই অনুষ্ঠানে জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লাস্টারের সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। তারা বিভিন্ন বিষয় দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন।

উমাকান্ত একাডেমিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বিকেলে উমাকান্ত একাডেমির মাঠে সিভিল ডিফেন্স এয়ার রেড/ ব্ল্যাক আউট শীর্ষক দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, সিআরপিএফ, ফায়ার সার্ভিস, টিএসআর, এসপি কমিউনিকেশন (ত্রিপুরা পুলিশ), স্বাস্থ্য দপ্তর, আগরতলা পুরনিগম, আসাম রাইফেলস, ক্রীড়া দপ্তর, এনসিসি, আপদামিত্র সহ বিভিন্ন সংস্থা আপদকালীন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য কিভাবে চালাবেন, সে বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস এই মহড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এমন কোন যুদ্ধকালীন দুর্যোগ পরিস্থিতি যদি আমাদের সামনে আসে, আমরা কিভাবে তা মোকাবিলা ও ত্রাণকার্য চালাবো আজ এখানে তারই মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই মহড়ায় ১১টি উদ্ধারকার্য দল অংশ নিয়েছে। সেইসাথে তিনি এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কাজে যুক্ত সমস্ত সরকারি দপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে এই ধরণের দুর্যোগ মোকাবিলা ও উদ্ধার, ত্রাণ কার্য শীর্ষক আলোচনা করেন এনডিআরএফ ইন্সপেক্টর আর কে মিনা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দীপরাজ রায়, সদর ডিসিএম সুস্মিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

চাকরির স্থায়ীকরণের দাবিতে সরব মনরেগা কর্মীরা, উত্তর জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুন: চাকরির স্থায়ীকরণসহ একাধিক দাবিতে সরব হলেন ত্রিপুরার মনরেগা কর্মীরা। সোমবার বিকেলে উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় অল ত্রিপুরা এমজিএন রেগা এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০০৭ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে মনরেগা কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এলেও এখনও চাকরির নিরাপত্তা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তাদের অভিযোগ, গত দুই মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় কর্মীদের মধ্যে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। ব্যাংকের ঋণের কিস্তি, সন্তানদের শিক্ষার খরচ এবং দৈনন্দিন সংসার পরিচালনা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরও জানান, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি না হওয়ায় কর্মীদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি সমকাজে সমবেতনের নীতি কার্যকর না হওয়ায় স্নাতক ও ডিপ্লোমাধারী কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।স্মারকলিপিতে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছেযোগদানের তারিখ থেকে সকল মনরেগা কর্মীকে স্থায়ী সরকারি চাকরির আওতায় আনা, বেতন কাঠামো বৃদ্ধি, বার্ষিক ৩ থেকে ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট চালু, অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর নির্ধারণ এবং সরকারি কর্মচারীদের মতো নিয়মিত ডিএ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান। প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মনরেগা কর্মীরা।

মোহনপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় এসডিআরএফ (টিএসআর), পুলিশ, বি.এস.এফ, অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, সিভিল ডিফেন্স,

বীর সেনানীদের অবদান

● প্রথম পাতার পর

জসওয়ন্ত সিং রাওয়াতের বীরত্বগাথার স্মৃতিবিজড়িত স্থান হিসেবে পরিচিত। এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীর সেনানীদের অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁদের ত্যাগ, সাহস ও দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মকে দেশসেবার প্রেরণা জোগাবে। তিনি সমস্ত বীর শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও নমন জানান।

পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশি তৎপরতার ফলে আদালত চত্বর কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে, অভিযুক্ত তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছে বিক্ষোভকারীরা। ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড়জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর প্রশাসন নিবিড় নজর রাখছে।

বঙ্গ মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

সরকার। সোমবার সকাল ঠিক ১১টায় কলকাতার লোক ভবনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল একে একে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেন।

প্রথমে পূর্ণমন্ত্রীদের, পরে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রীদের এবং সবশেষে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করা হয়। রাজ্যপাল আর.এন. রবি তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণের পর নবনিযুক্ত মন্ত্রীরা রাজ্য সচিবালয় নবান্নে যাবেন। বিকেল ৩টায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। সেই বৈঠকেই নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্যে ১১,২৫০ হেক্টর

● প্রথম পাতার পর

প্রতি আহ্বান জানান, তাঁদের চাষযোগ্য জমির অন্তত ২৫ শতাংশ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করতে, যাতে অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হন।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার, পাতা সার, কম্পোস্ট, গোবর সার ও বিভিন্ন জৈব-সার ব্যবহারের উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি ভোজ্য তেলের ব্যবহার ও অপচয় কমানোর আহ্বান জানান।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় অর্গানিক পদ্ধতিতে ২৬,৬৬১ হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে এবং এতে ২৬,৮৮৪ জন কৃষক যুক্ত আছেন।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে অর্গানিক চাষ থেকে প্রাকৃতিক চাষের দিকে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে কম খরচে বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। রাজ্য সরকার কৃষি ও কৃষক কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ২০৪৭ সাল পর্যন্ত একটি 'কৃষি রোডম্যাপ' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষকের আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও মন্ত্রী 'ফার্মার রেজিস্ট্রি'-র গুরুত্ব তুলে ধরেন। কৃষকদের জন্য একটি 'ইউনিক আইডি' তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৬৩,৭৮৪ জন কৃষকের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্রুত সব কৃষকের নিবন্ধন সম্পূর্ণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সার্ভার বিভ্রাট

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নজর রয়েছে দপ্তরের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে।

২০২৬-২৭ অর্থ বছরে

● প্রথম পাতার পর

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এই বাজেট একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও দূরদর্শী আর্থিক কৌশলের প্রতিফলন। টেকসই নগর উন্নয়ন, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নাগরিক পরিষেবার সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করেই বাজেটটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যাশিত রাজস্ব উদ্বৃত্ত ভবিষ্যতে নগর উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র জানান, বাজেট অনুযায়ী মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯৭৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ৯৭৫ কোটি ৯১ লক্ষ ২ হাজার টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে ৯৭লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার ঘাটতি রয়েছে। নাগরিকদের উপর কোনও নতুন করের বোঝা না চাপিয়েই এই বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট ব্যয়ের মধ্যে ৮৩৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা মূলধনী খাতে ব্যয় করা হবে। নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "স্বয়ংসিদ্ধ আগরতলা" উদ্যোগের মাধ্যমে ৮০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য জিআইএস-ভিত্তিক প্রপার্টি ট্যাক্স ব্যবস্থা, অনলাইন বিল্ডিং পারমিশন এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্সের নজরদারি জোরদার করা হবে।

পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ই-বাজেটিং ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে পুর প্রশাসন ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। শহরকে জলাবদ্ধতা ও বন্যামুক্ত করতে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শকুন্তলা রোড, সৎসঙ্গ আশ্রম-কৃষ্ণনগর এবং রামনগর এলাকায় আধুনিক পাম্প হাউস নির্মাণে ২৭ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া কাটাখাল পুনরুজ্জীবনের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শহর গঠনের লক্ষ্যে "মশামুক্ত আগরতলা" কর্মসূচির জন্য ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট খাতে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, যানজট নিরসনে নতুন পার্কিং জোন এবং মাল্টিলেভেল পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভেন্ডারদের জন্য বিকল্প ভেন্ডিং জোন তৈরী করারও পরিকল্পনা রয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে। পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় ২৮৮টি গাড়ি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মাল্টিলেভেল কার পার্কিং প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া হাওড়া ডেভেলপমেন্ট পার্ক ও টিআরটিসির পুরনো জায়গাতেও বৃহৎ পার্কিং জোন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

মেয়র জানান, বাজেটে ১৬৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একাধিক বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাল্টিস্টোরিড মল ও পার্কিং কমপ্লেক্স, ১২ কোটি টাকায় নেতাজি সুভাষ প্লে গ্রাউন্ডের উন্নয়ন, ১০ কোটি টাকায় ফুটপাত সংস্কার এবং রামনগর ও বটতলা এলাকায় সিসি রোড ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথমবারের মতো আগরতলা পুর নিগম ১০০ কোটি টাকার মিউনিসিপ্যাল বন্ড ইস্যুর উদ্যোগ নিয়েছে। এই অর্থে মহারাজগঞ্জ, লেক চৌমুহনী, জিবি ও বর্ডার গোলচক্কর বাজারকে আধুনিক বাজারে রূপান্তর করা হবে। শহরের স্বল্পআয়ী এবং গরীব অংশের জনগনের সুবিধার্থে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক বিয়ে বাড়ি তৈরী করার প্রস্তাবও বাজেটে রয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় ১৬৭ কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় ১৯ কিলোমিটার রাস্তা উন্নয়ন, শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ২০ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন জল শোধনাগার নির্মাণ করা হবে। এর ফলে ৬,৫০০-র বেশি পরিবার নতুন পানীয় জল সংযোগের সুবিধা পাবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগরতলা সিভিল হাসপাতালকে রাজ্যের প্রথম ৫০ শয্যাবিশিষ্ট "পেপারলেস" আধুনিক সিভিল হাসপাতালে রূপান্তরের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সেখানে এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, আধুনিক ল্যাবরেটরি, অপারেশন থিয়েটার, জরুরি বিভাগ এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হবে।

নারী সুরক্ষা ও নাগরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ওয়ার্ডে "পিংক টয়লেট" নির্মাণ এবং নতুন ৯টি আধুনিক ওয়ার্ড অফিস নির্মানের পরিকল্পনাও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই বাজেট আগরতলা শহরকে আধুনিক স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরের একটি সুপরিকল্পিত উন্নয়নের নকশা বলে সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র জানিয়েছেন।

জমি থেকে উদ্ধার মৃতদেহ ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত নেশাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নীতি আয়োগের রিপোর্টে

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, দেশের মোট শিক্ষানবিশ কর্মসূচিতে ত্রিপুরার অবদান ০.১ শতাংশেরও কম, যা রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পায়ন না হওয়ায় বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ফলে সরকারি চাকরিই অধিকাংশ বেকার যুবক-যুবতীর একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, গত সাত থেকে আট বছরে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক অবসরে গেলেও সেই শূন্যপদগুলির অধিকাংশ পূরণ করা হয়নি। বরং বহু পদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগপত্র না দেওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন।

নীল কমল সাহার দাবি, ২০২৪ সালের টেট-১ পরীক্ষায় ৩৬৮ জন এবং টেট-২ পরীক্ষায় ১,৪৮৮ জন প্রার্থী যোগ্যতা অর্জন করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁরা নিয়োগপত্র পাননি। যদিও সরকার শিক্ষক নিয়োগকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলে দাবি করছে, কিন্তু বাস্তবে টেট উত্তীর্ণ প্রায় দুই হাজার চাকরিপ্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। বছরে দু'বার টেট পরীক্ষা নেওয়ার প্রচলিত ব্যবস্থাও বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজ্যের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি উন্নয়নে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানায়। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে ফি আদায় বন্ধ, শিক্ষক নিয়োগে গতি আনা এবং জাতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

বিদ্যুতের খুঁটিতে গবাদি পশুর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক পিলারগুলো মেরামতের দাবি জানিয়েছেন তারা।

আজ সকালে প্রতিদিনের মতোই পশ্চিম ইচাইলালছড়া গ্রামের ১ নং ওয়ার্ডের এক কৃষক তার দুগ্ধবতী গাভীটিকে মাঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রাস্তার পাশে থাকা একটি বিদ্যুতের খুঁটির সংস্পর্শে আসতেই তীব্রভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় গাভীটি। ঘটনাস্থালেই মৃত্যু হয় গবাদি পশুটির। এই ঘটনায় অসহায় কৃষক পরিবারটি যেমন আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে, তেমনই পুরো এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক পিলার দীর্ঘদিন ধরে শর্ট হয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

এই বিষয়ে বারবার স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেননি বিদ্যুৎ কর্মীরা। দপ্তরের এই উদাসীনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই আজ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। গাভীটির মৃত্যুর পর স্থানীয় কদমতলা থানায় পুরো বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঘটনা জানানোর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত থানা বাবুর কোনো দেখা মেলেনি বা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়নি। প্রশাসনের এই ভূমিকায় ক্ষোভ আরও দ্বিগুণ হয়েছে।

উত্তেজিত গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে মৃত গাভীটির জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি অতি দ্রুত এলাকার সমস্ত বিপজ্জনক এবং শর্ট হয়ে থাকা বিদ্যুতের পিলারগুলো সংস্কার করতে হবে। দ্রুত কাজ না হলে যেকোনো সময় শুধু গবাদি পশু নয়, সাধারণ মানুষেরও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণহানি ঘটতে পারে। প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দপ্তর দ্রুত কোনো পদক্ষেপ না নিলে আগামীদিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন পশ্চিম ইচাইলালছড়ার বাসিন্দারা।

কলকাতায় বাসে

● প্রথম পাতার পর

অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই বক্তব্য বিগত দিনে কলকাতায় শিক্ষা স্বাস্থ্য অথবা কর্মসূত্রে গিয়ে একইভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন অনেকেই। ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষার কারণে তাদেরকে "বাংলাদেশি" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনেকেই ওই তরুণের সাহসী প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন। আবার অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের এধরনের মানসিকতা সম্পন্ন জনগণের দেশের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দেশের কয়টি রাজ্য এবং তাদের ভাষাগত বৈচিত্র্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ওই সকল জনগণ অবগত নয় বলেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন একাংশ ত্রিপুরাবাসী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা প্রান্তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষকে ভাষা, চেহারা কিংবা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। গত ডিসেম্বরেই দেরাদুনে ত্রিপুরার এঞ্জেল চাকমাকে ভাষা, চেহারা কিংবা সাংস্কৃতিক বিদ্বেষের কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কলকাতার এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ভারতের মতো বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক দেশে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক উচ্চারণ বা ভাষার ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে কাউকে অপমান করা সামাজিক সম্প্রীতির পরিপন্থী এবং তা জাতীয় সংহতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ঘটনার পর সাধারণ মানুষের একাংশ দাবি করেছেন, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা কিংবা আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য বা হেনস্থার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, দেশের যেকোনো প্রান্তে কর্মরত বা বসবাসকারী নাগরিকদের পরিচয় ও মর্যাদাকে সম্মান জানানোই একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক সম্পর্ক বহুদিনের। ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে ত্রিপুরার অসংখ্য মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস ও কর্মরত রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গেরও অনেকেই কর্মসূত্রে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন। একইভাবে দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্কও সুদৃঢ়।

তবে সাম্প্রতিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, ভাষার আঞ্চলিকতার কারণে একজন ভারতীয় নাগরিককে 'বাংলাদেশী' আখ্যা দিয়ে হেনস্থা করার মতো ঘটনা দুই রাজ্যের দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও এটি কয়েকজন ব্যক্তির আচরণ, তবুও এ ধরনের ঘটনা বৃহত্তর সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা বহন করে। সচেতন মহলের অভিমত, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে, তা অটুট রাখতে হলে ভাষা, আঞ্চলিকতা বা পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করা জরুরি। কারণ বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কারণে দুই রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের আন্তরিক সম্পর্ক প্রশ্নের মুখে পড়ুক, তা কেউই কামনা করেন না।

এশিয়ান অনূর্ধ-২০ অ্যাথলেটিক্সে ভারতের ১৯ পদক জয়, তরুণদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ১ জুন (আইএএনএস) : এশিয়ান অনূর্ধ-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের তরুণ অ্যাথলেটদের অসাধারণ সাফল্যের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রতিযোগিতায় ভারত ১০টি স্বর্ণসহ মোট ১৯টি পদক জয় করায় তিনি এটিকে দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদদের দৃঢ় সংকল্প ও উৎকর্ষতার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেছেন।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২২তম এশিয়ান অনূর্ধ-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০টি স্বর্ণপদকসহ মোট ১৯টি পদক জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। এই অসাধারণ সাফল্য ভারতের তরুণ অ্যাথলেটদের নিষ্ঠা, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিফলন। আশা করি, এই অর্জন আগামী দিনে আরও বহু তরুণকে খেলাধুলায় অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত শেষ দিনে আরও তিনটি স্বর্ণপদক জিতে নিজেদের অভিযান সফলভাবে শেষ করে। মোট ১৯টি পদক নিয়ে ভারত সামগ্রিক পদক তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের ঝুলিতে ছিল ১০টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ৪টি ব্রোঞ্জ পদক।

যদিও মোট পদকের নিরিখে এটি ভারতের সেরা ফল নয়। এর আগে ২০২৪ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আসরে ভারত ৭টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য ও ১১টি ব্রোঞ্জসহ মোট ২৯টি পদক জিতেছিল।

শেষ দিনের প্রতিযোগিতায় মুসকান মহিলাদের ৫,০০০ মিটার দৌড়ে ১৬ মিনিট ৫৩.০৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। পুরুষদের ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে নিশ্চয় ৬০.১০ মিটার নিক্ষেপ করে অনূর্ধ-২০ জাতীয় রেকর্ড গড়ে রৌপ্যপদক অর্জন করেন। অন্যদিকে, মোগালি ভেঙ্কটরাম রেড্ডি ১ মিনিট ৪৮.২৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে পুরুষদের ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ জয় করেন। মহিলাদের ৪অ৪০০ মিটার রিলে দলেও ভারত স্বর্ণপদক জয় করে। নীরু পাঠকের নেতৃত্বে ভূমিকা সঞ্জয় নেহাতে, তাহুরা খাতুন এবং শেহনুর বাওয়া সমন্বিত দলটি ৩ মিনিট ৩৮.০৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন মিট রেকর্ড গড়ে শিরোপা জেতে। এর আগে ২০১৮ সালে জাপান ৩ মিনিট ৩৮.২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে এই রেকর্ড গড়েছিল।পুরুষদের ৪অ৪০০ মিটার রিলে দলও পুরনো মিট রেকর্ড ভেঙে ৩ মিনিট ০৫.৫৪ সেকেন্ড সময় নথিভুক্ত করে। তবে তারা তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই দলের সদস্য ছিলেন পীযূষ রাজ, সায়েদ সাবির, রঞ্জিত কুমার এস এবং মহম্মদ আশফাক।এছাড়া মহিলাদের ৪অ১০০ মিটার রিলে দল ৪৫.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে রৌপ্যপদক জয় করে। দলের সদস্য ছিলেন কাজল হিরাভাই ভাজা, ভাবনা জি, আরতি এবং নিপাম।ভারতের তরুণ অ্যাথলেটদের এই সাফল্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের ভবিষ্যৎ ক্রীড়া সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

১২টি ইভেন্টে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে শুরু হলো বিশেষ কোচিং ক্যাম্প

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।।রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভাদের মানোন্নয়ন ও সঠিক দিশা দেখানোর লক্ষ্যে আজ, ১ জুন থেকে শুরু হলো এক বিশেষ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির। আগামী ১১ জুন পর্যন্ত চলবে এই ক্যাম্প। অ্যাথলেটিক্স, জুডো, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ফুটবল, ভলিবল, খো-খো, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, যোগব্যায়াম এবং ভারোত্তোলন এই ১২টি ভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে নির্ধারিত সময়েই অংশগ্রহণকারী তরুণ খেলোয়াড়দের সমাগম ঘটে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সম্পাদক সুকান্ত ঘোষের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রবীণ ফুটবল কোচ বিমল কুমার রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য সঞ্জয় পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অর্জুন পুরস্কারজয়ী মন্টু দেবনাথ, দ্রোণাচার্য পুরস্কারজয়ী বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং সাই-এর জুডো কোচ রবীন্দর দেব। তাঁরা সকলেই রাজ্যের এই উদীয়মান খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।উদ্বোধনী এই বিশেষ পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান তপন ভট্টাচার্য, কোচিং কমিটির আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ পাল, সাই কোচ আশিস কর এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সহ-সম্পাদক অপু রায় প্রমুখ। মাঠের লড়াইয়ে নামার আগে প্রথিতযশা প্রশিক্ষক ও ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে এমন পরামর্শ পেয়ে স্বভাবতই উৎসাহিত অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা। পরিশেষে, উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভার সভাপতি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ।

দেরাদুন গোল্ড কাপে আরবিআই-কে হারিয়ে জয়ে ফিরেলো ঝাড়খণ্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে মহারানা প্রতাপ স্পোর্টস কলেজ মাঠে আয়োজিত ৪২তম অল ইন্ডিয়া উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজ গ্রুপ 'সি'-র এক গুরুত্বপূর্ণ লীগ ম্যাচে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-কে ৫ উইকেটে পরাজিত করল ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। দেবভূমি গোল্ড কাপ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি পরিচালিত এই ৫০ ওভারের ম্যাচটিতেও আজ বাদ সেধেছিল প্রকৃতি। সকাল ৯টার পরিবর্তে খেলা শুরু হয় ৯:১৪ মিনিটে, যার ফলে ম্যাচটি প্রথমে কমিয়ে ৪৭ ওভারের করা হয়। এরপর রান তাড়া করার সময় আবারও বৃষ্টি নামলে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত 'ভিজেডি' নিয়মে ঝাড়খণ্ডের সামনে জয়ের জন্য ৩১ ওভারে ২০৮ রানের নতুন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঝাড়খণ্ড ২২.২ ওভারেই ৫ উইকেট হারিয়ে ২১১ রান তুলে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্ধারিত ৪৭ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২৫৭ রানের একটি লড়াকু স্কোর খাড়া করে। জবাবে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাটিং করতে থাকে ঝাড়খণ্ডের ব্যাটাররা। দলের এই জয়ে ব্যাট ও বল হাতে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে প্রধান ভূমিকা পালন করেন শুভ শর্মা। তাঁর এই ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্সের জন্য তাঁকে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত করা হয়। শুভ শর্মার দুর্দান্ত ক্রিকেটীয় দক্ষতার ওপর ভর করেই ২২.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ঝাড়খণ্ড।চলতি টুর্নামেন্টে এটি ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় জয়। এর আগে গত ২৮ মে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্ট দিল্লি রাইডার্সকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দারুণ সূচনা করেছিল ঝাড়খণ্ড। তবে ২৯ মে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরার কাছে ৪৫ রানে হারতে হয়েছিল তাদের। আজ আরবিআই-এর বিরুদ্ধে এই বড় জয়ের ফলে টুর্নামেন্টের পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার দৌড়ে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে চলে এল ঝাড়খণ্ড। অন্যদিকে, পরপর ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

এ যেন বৈভবের আইপিএল, গুচ্ছ নজিরে পুরস্কার মঞ্চেও সেরার সেরা 'বেবি বস', পকেটে ঢুকল কত?

বিস্ময় প্রতিভা শব্দটা বোধহয় এখন বড্ড কমতি পড়ে যাচ্ছে বৈভব সূর্যবংশীর জন্য। অভিধান খুলে দেখা যেতেই পারে, এর চেয়ে ভালো শব্দ আর কী আছে? নাহলে যে কৃতিত্বের জন্য ক্রিকেটাররা বহুদিন প্রতীক্ষা করেন, তা ১৫ বছর বয়সেই অর্জন করে ফেলেছে বৈভব। এবারের আইপিএলে তার ঝুলিতে সাফল্যের পর সাফল্য। সঙ্গে নজিরের পর নজির। শুধু ট্রফিটা বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত প্রায় সব খেতাবই রাজস্থান রয়্যালসের তারকার ঝুলিতে।

৫ বছর বয়সে যা যা করা সম্ভব নয়, তার সব কটা করেছে সে। ২৩৭ স্ট্রাইক রেটে ৭৭৬ রান। গড় ৪৮.৫০। ৭২টা ছক্কা। চারবার ম্যাচের সেরা। এলিমিনেটরে ৯৭, কোয়ালিফায়ারে ৯৬। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস। তাও একটা নয়, দু'টো নয়। তিনটে সেঞ্চুরি নয়ের ঘরে গিয়ে মিস করেছে। ধীরেসুস্থে খেললে হয়তো সেঞ্চুরি পেয়ে যেত। কিন্তু দলের স্বার্থকে এগিয়ে রেখে রান করতে গিয়েই আউট হয় সে।

এবার কী কী পুরস্কার পেল বৈভব? ৭৭৬ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপ পেল। যার জন্য পাচ্ছে ১০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে দামি প্লেয়ার হিসেবে হল এমভিপি। তার জন্য পাবে ১৫ লক্ষ টাকা। সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট- ২৩৭। তার জন্য পাচ্ছে ১০ লক্ষ টাকা। সবচেয়ে বেশি ছয়ও হাঁকিয়েছে সে। ৭২টি ছক্কা মেরে ১০ লক্ষ টাকা পাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। টুর্নামেন্টের সেরা উঠতি প্রতিভা, অর্থাৎ ইমার্জিং প্লেয়ারও হয়েছে সে। যার জন্য পাচ্ছে ১০ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে পেল ৪৫ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে একটা গাড়ি। চারটে ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

শুধু টাকা আয় নয়। অনেকগুলো রেকর্ডও ভেঙেছে বৈভব। টুর্নামেন্টের সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে অরেঞ্জ জয়ী সে। আনক্যাপড অর্থাৎ জাতীয় দলে অভিষেক না হওয়া ক্রিকেটার হিসেবে এক মরশুমে সবচেয়ে বেশি রান করেছে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এক মরশুমে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানোর নজিরও তার নামে। প্লেঅফেও সবচেয়ে বেশি ছক্কা। যৌথভাবে দ্রুততম অর্ধশতরান (১৬ বলে) হোক বা এক মরশুমে তিনবার ১০টির বেশি সেঞ্চুরি হাঁকানো একমাত্র ক্রিকেটার। ১৫ বছর বয়সেই বহু নজির গড়ে ফেলেছে সে। এবার শুধু ট্রফিটাই জেতা হল না।

অধরাই টানা চার বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন, উরুগুয়ে দল থেকে বাদ সুয়ারেজ

ফিফা বিশ্বকাপের আর মাত্র ১১ দিন বাকি। তার আগেই বড় চমক উরুগুয়ের। ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন হেড কোচ মার্সেলো বিয়েলসা। আর সেই দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজের। সম্প্রতি অবসর ভেঙে আবার জাতীয় দলে ফিরে বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুয়ারেজ। ভালো ফর্মেও ছিলেন তিনি। ইন্টার মায়ামির হয়ে শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেন। তবুও শেষ পর্যন্ত কোচের পরিকল্পনায় জায়গা হল না তাঁর। ফলে ২০১০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত টানা চারটি বিশ্বকাপ খেলা এই তারকার পঞ্চম বিশ্বকাপের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল।এক সাক্ষাৎকারে সুয়ারেজ বলেছিলেন, ''জাতীয় দলের কোচিং স্টাফরা জানে, উরুগুয়ের ডাক এলে আমি কখনও না বলব না। আমি নিজেই একসময় সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আজও যদি দল আমাকে প্রয়োজন মনে করে, আমি সবসময় প্রস্তুত।'' কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তন আর হল না। ৩৯ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ডকে স্কোয়াডে না রাখার সিদ্ধান্তে অনেকেই চমকিত। অনেকেরই প্রশ্ন, ৪০ বছর বয়সেও ম্যানুয়েল ন্যুয়ের জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা করে পারলে সুয়ারেজ কী দোষ করলেন?

উরুগুয়ের স্কোয়াডে বিয়েলসা মাঝমাঠকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দলে রয়েছেন ৩ জন গোলকিপার, ৮ জন ডিফেন্ডার, ১২ জন মিডফিল্ডার এবং মাত্র ৩ জন ফরোয়ার্ড। এতে স্পষ্ট, মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করেই খেলতে চান তিনি। তবে আক্রমণভাগ কিছুটা দুর্বল মনে করা হচ্ছে। দলের তারকাদের মধ্যে নজরে থাকবেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। এছাড়াও রয়েছেন রোনাল্দ আরাউহো, হোসে মারিয়া জিমেনেজ, মানুয়েল উগার্তে, ডারউইন নুনেজ ও ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি। সব মিলিয়ে, অভিজ্ঞতার চেয়ে নতুন পরিকল্পনা ও মাঝমাঠের শক্তির উপর ভরসা রেখেই বিশ্বকাপের মঞ্চে নামতে চলেছে উরুগুয়ে। তবে সুয়ারেজের অনুপস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

একসঙ্গে ১০ খেলোয়াড় বদলে ব্রাজিলের ৬ গোলের উৎসব

বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল ছাড়ার আগে সমর্থকদের প্রত্যাশাই যেন বাড়িয়ে দিল কার্লো আনচেলত্তির দল। মারাকানায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে পানামাকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ব্রাজিল। গোল করেছেন ৬ জন ভিন্ন খেলোয়াড়ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, কাসেমিরো, রায়ান, লুকাস পাকেতা, ইগর থিয়াগো ও দানিলো।

তবে এই বড় জয়ের রাতেও প্রথমার্ধের খেলা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন কোচ আনচেলত্তি। দ্বিতীয়ার্ধে একসঙ্গে ১০ খেলোয়াড় পরিবর্তনের পরই ব্রাজিলের খেলায় চেনা ছন্দ দেখা গেছে। ছয় গোলের চারটিই হয়েছে এ সময়েই।

মারাকানা স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে দ্বিতীয় মিনিটেই ব্রাজিলকে গোল এনে দেন ভিনিসিয়ুস। তবে ১৪তম মিনিটে সমতা ফেরায় পানামা। সেটি অবশ্য ফ্রি-কিক থেকে আসা বল ম্যাথিউস কুনহার গায়ে লেগে দিক পাল্টে যাওয়ার কারণে।

ম্যাচের প্রথমার্ধে আনচেলত্তি দল খেলিয়েছেন ৪-২-৪ ফরমেশনে, তাতে দুই মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমেরেস ও কাসেমিরোকে চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে। উইঙ্গারদের দূরপাল্লার পাস বা বাতাসে ভাসিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা খুব একটা কাজে দেয়নি এ সময়। নিচ থেকে আক্রমণও তেমন একটা গড়ে ওঠেনি। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে ভিনির দারুণ এক ক্রস থেকেই হেডে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন কাসেমিরো।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ১০ জন খেলোয়াড়ই বদলে ফেলেন আনচেলত্তি, ফরমেশন সাজান ৪-৩-৩-এ। মাঝমাঠে ফ্যাবিনিওর সঙ্গে লুকাস পাকেতা ও দানিলোর মেলবন্ধনে ব্রাজিল খেলায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়। ধার বাড়ে আক্রমণের পাশাপাশি রক্ষণেও।

এ সময়েই গোল পান বোর্নমাউথ ফরোয়ার্ড রায়ান (৫৩ মিনিট), পাকেতা (৬০), থিয়াগো (৬৩)) ও দানিলো (৮১)। মাঝে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে পানামার কার্লোসি হার্ভি একটি গোল শোধ করলেও তা শুধু ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত ৬-২ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ব্রাজিল। ম্যাচ শেষে কোচ আনচেলত্তি উচ্ছ্বাস ও সংশয় দুটিই প্রকাশ করে বলেন, 'ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধ আমার মাথায় আরও বেশি সংশয় তৈরি করেছে। তবে এটি দলের জন্য ভালো, কারণ সুস্থ প্রতিযোগিতা ও ইতিবাচক সংশয় থাকাটা জরুরি।'

৪-৩-৩ ফরমেশনে দলের ভালো খেলা কি বিশ্বকাপ কৌশলেও প্রভাব ফেলবেএমন আলোচনায় এই ইতালিয়ান রসিকতা করে বলেন, 'বিশ্বকাপের আগপর্যন্ত আমি কিছুটা রহস্য বজায় রাখতে চাই। কারণ, তা না হলে আমাদের কথা বলার মতো কিছু থাকবে না। এটি আপনাদের সবার (সাংবাদিকদের) জন্য সহায়ক হবে; কারণ, নেইমারের (দলে জায়গা পাওয়ার) বিষয়টি তো শেষ হয়ে গেছে। আমাদের যা করতে হবে, তা হলো কথা বলার মতো একটা ভালো বিষয় তৈরি করা, যাতে মানুষ উৎসুক হয়ে থাকে।'ভারতে ফুটবল বিশ্বকাপের খেলা সম্প্রচারের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হল। আগামী সোমবারের মধ্যে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। একটি ভারতীয় চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফিফার দর কষাকষি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।প্রথমে সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস এবং রিলায়্যান্স ডিজনি ভারতে বিশ্বকাপের খেলা সম্প্রচার করতে আগ্রহী ছিল। দু'টি সংস্থাই পরে পিছিয়ে যায়। ফিফার দাবি মতো টাকা দিতে রাজি হয়নি দু'টি সংস্থাই। আবার তারা যে টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে রাজি হননি ফিফার প্রতিনিধিরা। ফলে আলোচনা কিছুটা এগোলেও ফুটবলপ্রেমীরা হতাশ হয়েছিলেন। তার পর থেকে ভারতে বিশ্বকাপের খেলা সম্প্রচার হওয়া নিয়ে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। প্রায় শেষ দিকে সম্প্রচারস্বত্ব কেনার আগ্রহ দেখায় জি গোষ্ঠী। নতুন চারটি চ্যানেল নিয়ে আসছে গোষ্ঠীটি। সেগুলিতেই দেখা যেতে পারে লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের খেলা। জি গোষ্ঠীর সঙ্গে এখনও ফিফার চুক্তি হয়নি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে।সম্প্রচারস্বত্ব পাওয়ার জন্য ফিফাকে ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটি ডলার দিতে হবে জি গোষ্ঠীকে। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ২৮৫ কোটি থেকে প্রায় ৩৩২ কোটি টাকা। টাকার অঙ্ক নিয়ে দু'পক্ষ সহমত হলেই চুক্তি হয়ে যাবে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বকাপের সম্প্রচারস্বত্ব পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী জি গোষ্ঠী। বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় ধারাভাষ্যের ব্যবস্থা করছে তারা। মুম্বইয়ের লোয়ার প্যারেলের স্টুডিয়োয় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েক জন সম্প্রচার এবং ফুটবল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও শুরু করেছে। এ সব থেকেই মনে করা হচ্ছে, জি গোষ্ঠী এবং ফিফার মধ্যে আলোচনা সদর্থক পথেই এগোচ্ছে। ফলে ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা ভাল কিছু আশা করতেই পারেন।আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। এ বার প্রথম ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতায় মোট ম্যাচের সংখ্যা ১০৪টি। প্রতিটি ম্যাচই সম্প্রচার করবে জি গোষ্ঠী। এই ম্যাচের আগে ও পরে মাঠে নামেন নেইমার। পুরো স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে তাঁকে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানায়। পুরোপুরি ফিট হয়ে না ওঠায় নেইমার যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলোয় খেলতে পারবেন না, সেটি আগেই জানা গিয়েছিল।

ম্যাচ শেষে রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য ছুটি দেওয়া হয় খেলোয়াড়দের। বিকেলে পুরো দল একত্র হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানে চড়ার কথা রয়েছে। সেখানেই যোগ দেবেন শনিবার রাতে হাঙ্গেরিতে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে খেলা মার্কিনিওস, গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস ও গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিরা।

কোহলি আবার প্রমাণ করলেন তাঁর প্রমাণ করার কিছু নেই

রাজার মুকুট রাজার সাজ! ১৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটেছিল গতবার। আর বিরাট কোহলি এবার টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হলেন। চাপ ছিল? প্রত্যাশা ছিল? মাথায় কী ঘুরছিল? গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে মুখ খুললেন কোহলির। তাঁর ৪২ বলে অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংসে খেতাব ফিরছে বেঙ্গালুরুতেই। আজও নায়ক বিরাট কোহলিই। যিনি আজও দল বিপদে পড়লে উদ্ধারকর্তা করতে এগিয়ে আসেন। অধিনায়ক না হয়েও দলের হৃদপিণ্ড তিনিই। ৩৮ বছর বয়সেও 'কিং' তিনিই। আজও ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করেন। সেই বিরাট কোহলির ৭৫ রানে ভর করে ফের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি। শুরুতে ভুবনেশ্বর কুমার, রশিখ সালামরা আঁটসাঁট বোলিং করে শুভমান গিলের গুজরাটের উপর ফাঁস লাগিয়েছিলেন। আর শেষটা করলেন কোহলি। তাও ছক্কা হাঁকিয়ে। আইপিএল শেষ করলেন ৬৭৫ রানে। টানা চারবার ৬০০-র বেশি রান করলেন 'কিং'। ফের বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর সত্যিই কিছু প্রমাণ করার কিছু নেই।

ম্যাচের পর তিনি বলেন, "এবার গতবারের মতো চাপটা ছিল না। আমরা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিলাম। নিজেদের মধ্যে কথা বলতাম, আমাদের পরিকল্পনাগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে আমরাই সেরা। আমরা যে দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্যে স্থির ছিলাম, এটা তারই প্রমাণ। মাঝে কয়েকটা ম্যাচ হেরেছিলাম। সময়টা বেশ কঠিন ছিল, কিন্তু একটা জয়ের পর বিশ্বাসটা ফিরে আসে। আমাদের এমন একটা দল আছে, যারা যেন কোনও ম্যাচ জিতিয়ে দেবে। আসলে এই ট্রফিটার জন্য আমাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

কোহলি হয়তো বললেন, এই দলে অনেকে আছেন, যাঁরা ম্যাচ জেতাবেন। অন্য ম্যাচে সেটা হয়েছেও। কিন্তু ফাইনালে সেই একজনই ভরসা। মাঝে দুয়েকটা উইকেট পড়ে চাপ বেড়েছিল আরসিবি'র উপর। কিন্তু 'চেজমাস্টার' যতক্ষণ কোহলি আছেন, আরসিবি'কে টলানো সম্ভব নয়। আর সেটাই হল। লক্ষ্য অল্প। প্যানিক করলেই মুশকিল। এই অবস্থা থেকে টিম ইন্ডিয়াকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। আর আবার প্রমাণ করলেন কেন তিনি বড় ম্যাচের প্লেয়ার। টিম ডেভিডের সঙ্গে স্ট্রাইক রোটেট করা শুরু করলেন। আর একটা-দু'টো খারাপ বল পেলেই মাঠের বাইরে। ২৫ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন। শুধু দেখার অপেক্ষা ছিল যে তাঁর ব্যাট থেকেই জয়ের রানটা আসে কি না। অবশেষে ছক্কা মেরে ট্রফি জেতালেন কোহলিই। টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হল আরসিবি। যে দলটা ১৮ বছর ট্রফির জন্য বুভুক্ষু ছিল, তারাই এখন সপ্তম স্বর্গে। আর তার মধ্যমণি 'কিং' কোহলি।

শুভমনদের বাসে আগুন!

আইপিএল হারের পর রাতে গুজরাত টাইটান্সের টিম বাসে আগুন! মাঠ থেকে হোটেলে ফেরার পথে ঘণ্টা খানেক রাস্তাতেই আটকে থাকতে হল শুভমন গিলদের। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে বাসে আগুন লেগে গিয়েছিল। তবে বড়সড় কোনও ক্ষতি হয়নি। দ্রুত বাস থেকে ক্রিকেটারদের নামিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁদের জন্য অন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করে দল। সেই বাসে ক্রিকেটারেরা নিরাপদে হোটেলে পৌঁছোন।আইপিএল ফাইনাল আয়োজন করা হয়েছিল অহমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। রবিবার রাতে সেখানে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে শুভমনদের। গুজরাতকে হারিয়ে দ্বিতীয় বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিরাট কোহলিদের রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। রাতে সেই মাঠ থেকে হোটেলে ফেরার পথে সমস্যায় পড়েন পরাজিত দলের ক্রিকেটারেরা। জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিটের কারণে বাসের ভিতরের অংশ ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল।

ফাইনালে বেঙ্গালুরুকে চ্যাম্পিয়ন করে মাঠেই সূর্যবংশীকে সাফল্যের মন্ত্র শেখালেন কোহলি

বৈভব সূর্যবংশীর কাছে এর থেকে বড় শেখার মঞ্চ হতে পারত না। গ্যালারিতে বসে সে দেখল, আইপিএলের ফাইনালের মতো ম্যাচে কী ভাবে রান তাড়া করতে হয়। কী ভাবে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়। কী ভাবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হয়। গ্যালারিতে বসে থাকা বৈভবকে এই শিক্ষা দিলেন বিরাট কোহলি। শুধু নিজের ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে নয়, খেলা শেষে বৈভবকে সাফল্যের মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন তিনি।

খেলা শেষে মাঠের ধারে তখন উল্লাস করছেন বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটারেরা। সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যেরাও। কোহলির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল বৈভব। পরনে নীল রঙের টি-শার্ট। নতুন চুলের ছাঁট। দল সফল না হলেও কমলা টুপি, প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট, সবচেয়ে বেশি ছক্কা, উদীয়মান ক্রিকেটারের মতো বেশ কয়েকটি পুরস্কার নিতে এসেছিল সে। আর সেখানে এসেই বৈভব পেয়ে গেল কোহলির মন্ত্র।

হঠাৎই দেখা যায়, কোহলি বৈভবের কাছে গিয়ে কিছু বলছেন। বৈভবের গলা জড়িয়ে কথা বলছিলেন তিনি। ঠিক কী বলেছেন তা বোঝা না গেলেও কোহলির শরীরী ভাষা ও হাতের ইশারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বৈভবকে মনঃসংযোগ ধরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁকে ঠান্ডা মাথায় খেলতে বলছেন। বৈভবও কোহলির কথা মন দিয়ে শুনছিল। কয়েক মিনিটের কথোপকথনে সাফল্যের মন্ত্র পেল সে। কী ভাবে দীর্ঘ দিন ভারতের হয়ে খেলা সম্ভব, সেই শিক্ষা পেল ১৫ বছরের ছেলে।

এ বারের আইপিএলে অনেকটাই পরিণত দেখিয়েছে বৈভবকে। প্রতিটি বলে ছক্কা মারার চেষ্টা সে করেনি। বল দেখে খেলেছে। প্রয়োজনে কয়েকটি বলে সময় নিয়েছে। কোনও দিন নিজের জন্য খেলেনি। একটি শতরানের পাশাপাশি তিনটি ম্যাচে ৯০-এর ঘরে আউট হয়েছে সে। দলের কথা ভেবে খেলতে গিয়ে উইকেট হারিয়েছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সকলকে ছাপিয়ে কমলা টুপি পেয়েছে বৈভব। চলতি আইপিএলে ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান করেছে বৈভব। ৪৮.৫০ গড় ও ২৩৭.৩০ স্ট্রাইক রেটে রান করেছে রাজস্থানের এই ওপেনার। একটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান এসেছে তার ব্যাট থেকে। ৭২টি ছক্কা মেরেছে বৈভব, যা আইপিএলের একটি মরসুমে সর্বাধিক। দ্রুততম ১০০০ রানের রেকর্ডও করেছে বৈভব। এই অল্প বয়সেই তারকা হয়ে উঠেছে সে। এখন থেকেই তাকে ভারতীয় দলে নেওয়ার কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞেরা। তার মাঝেই এ বার কোহলির পরামর্শ পেল বৈভব। পেল সাফল্যের মন্ত্র।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন সরকারের লক্ষ্য দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। যাতে আগামী দিনে বেকার যুবক-যুবতীরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। আজ আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহযোগিতায় কৌশিক সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে মাইনর ভেটেনারি সার্ভিস বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শংসাপত্র প্রধান অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলে এই প্রশিক্ষণার্থীরা

আগামী দিনে গৃহপালিত পশুপাখি প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে বড় ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তাতে করে রাজ্যের পশু পাখিদের সুরক্ষা , রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা পাবে। একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগের সুযোগ ঘটবে অন্যদিকে উপকৃত হবেন কৃষকরাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব দীপা নায়ার , অধিকার ডক্টর নিরজ কুমার চঞ্চল, কৌশিক ফাউন্ডেশন এর পক্ষে অধিকর্তা ডঃ যোগীরাজ দত্ত, সভাপতি ডঃ জি কে বামানিয়া। অনুষ্ঠানে আড়াইশো জনপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন মন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। এক বছরের এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা আগামী দিনে প্রানী চিকিৎসায়, এর কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

মেলাঘরে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক, হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১ জুন: মেলাঘরের ঘ্রাণতলী এলাকায় সোমবার দুপুরে এক পথদুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এক যুবক। দ্রুত গতির একটি বাইকের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

আহত যুবকের নাম ইব্রাহিম মিয়া (৩২)। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে ঘ্রাণতলী এলাকায় চলাচলের সময় একটি দ্রুতগতির বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইব্রাহিম মিয়াকে ধাক্কা মারে। এতে তিনি গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন।

প্রাথমিক তদন্তে চালকের অসাবধানতাকেই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে মনে করছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং এ বিষয়ে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট চালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও চলছে।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ, সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন: তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের পরিষেবা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সোমবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক। বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি প্রিপেইড বিদ্যুতের রিচার্জে ইউনিট কমে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ আরও বাড়তে দেখা যায়। গ্রাহকদের অভিযোগ, সম্প্রতি প্রিপেইড মিটারে রিচার্জের বিপরীতে পাওয়া বিদ্যুতের ইউনিট অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। আগে যেখানে ৫০০ টাকার রিচার্জে ৭০ থেকে ৮০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেত, বর্তমানে একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও মাত্র ১০ থেকে ১৫ ইউনিট পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন একাধিক গ্রাহক। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে বিল কাউন্টারে কর্মরত কর্মীদের কাছে জানতে চাওয়া হলেও তারা কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও অনেক গ্রাহক দেখা করতে পারেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিন অফিসে দুটি বিল কাউন্টার থাকলেও মাত্র একটি কাউন্টার চালু থাকায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গ্রাহকদের। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে নারী, পুরুষ ও প্রবীণ নাগরিকদের একসঙ্গে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। পৃথক লাইন বা পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থার অভাবেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন উপস্থিত মানুষজন। গ্রাহকদের আরও অভিযোগ, অফিসে ভিড় সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলেও বিভিন্ন কক্ষে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্বাভাবিকভাবে চালু ছিল। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আরও বেড়ে যায়। ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগমের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের দাবি, প্রিপেইড বিদ্যুতের ইউনিট কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ দ্রুত জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে, পর্যাপ্ত কাউন্টার চালু রাখতে হবে এবং গ্রাহকবান্ধব পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিদ্যুৎ ভোক্তাদের একাংশ।

প্রয়াস কর্মসূচিতে অভিভাবকদের সতর্ক করলেন ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ জুন: প্রয়াস কর্মসূচিতে অভিভাবকদের সতর্ক করলেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। সোমবার বিকেলে জম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর বাজারে বিশ্রামগঞ্জ থানার উদ্যোগে প্রয়াস কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে প্রমোদনগর বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা বিক্রেতা পথচারী সবাই অংশগ্রহণ করে প্রয়াস কর্মসূচিতে। প্রয়াস কর্মসূচিতে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা নাবালক নাবালিকাদের অভিভাবকদের সতর্ক করে বলেন তারা যেন কোনভাবেই তাদের সন্তানদের হাতে বাইক অথবা স্কুটি তুলে না দেয়। কারণ ১৮ বছরের নিচে কাউকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। তাই অভিভাবকরা যদি তাদের সন্তানদের হাতে বাইক এবং স্কুটি তুলে দেন তাহলে যেকোনো সময় বিপদ হতে পারে এবং পুলিশ নাবালকের অভিভাবকদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারে।

পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম এবং নেশা নিয়ে ও বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। কেউ যাতে কোন অপরিচিত ফোন কলে গুরুত্বপূর্ণ নিজের কোন ডাটা শেয়ার না করে। এলাকায় কোন অপরিচিত মানুষ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে যাতে থানায় ইনফর্ম করা হয়। নেশা থেকে দূরে থাকার জন্য ছাত্র যুবকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান তিনি।প্রয়াস কর্মসূচিতে পুলিশকে সমস্ত বিষয়ে ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করার জন্য প্রমোদনগর বাজারের ক্রেতা বিক্রেতা থেকে শুরু করে পথচারী সবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা।

প্রয়াত সমাজসেবী প্রদীপ বণিকের স্মরণে তরুণ সংঘে স্মরণসভা দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ জুন: ২০০১ সালের এই দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন বিশালগড়ের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব প্রদীপ বণিক। তিনি বর্তমান ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবদুল বণিক এর পিতা ছিলেন। জানা যায়, বিশালগড় থেকে অপহরণের পর তাকে মেঘালয় নিয়ে গিয়ে আততায়ীরা হত্যা করে প্রয়াত প্রদীপ বণিকের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বিশালগড়ের তরুণ সংঘ ক্লাবে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোস্তফা খান, মুমিনুল হক, রাজনৈতিক সহকর্মী নিখিল চক্রবর্তী, ব্রজগোপাল দেবনাথ, তরুণ সংঘ ক্লাবের সম্পাদক চন্দন দাস-সহ পরিবারের সদস্যরা।

জাতীয় স্বীকৃতির লক্ষ্যে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে এনকোয়াস টিম

শান্তিরবাজার, ১ জুন: জাতীয় স্তরের গুণগত মানের স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে সোমবার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসে এনকোয়াস প্রতিনিধিদল। তিন সদস্যের এই দল আগামী তিন দিন ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্যসেবার মান খতিয়ে দেখবে।

জানা গেছে, দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নও ঘটেছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় স্তরের মূল্যায়নের জন্য এনকোয়াস টিমের এই পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার সকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। পরে হাসপাতালের প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগ, পরিষেবা ব্যবস্থা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। আলোচনা শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, চিকিৎসা ইউনিট, বহির্বিভাগ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

এদিকে, পরিদর্শন চলাকালীন সংবাদ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে কিছুটা বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। কয়েকজন সাংবাদিকের অভিযোগ, রূপাইছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রাহুল দাস তাঁদের সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেন এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। যদিও এ বিষয়ে ডা. রাহুল দাসের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এনকোয়াস টিমের সদস্য সুনীত শ্রীবাস্তব, রেনুকা শিন্ডে ও অঙ্কিতা নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, জেলা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডা. লুফাং মগ এবং দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জে. এম. দাস।

এনকোয়াস টিমের আগমনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এলাকার মানুষের আশা, এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

বক্সনগর সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে জেলা প্রশাসন ও বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা

আগরতলা, ১ জুন: সিপাহীজলা জেলার বক্সনগর সীমান্ত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার যৌথ পরিদর্শনে যান জেলার জেলা শাসক ও জেলাশাসক (ডিএম অ্যান্ড কালেক্টর) ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার, ৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর কমান্ড্যান্ট, সোনামুড়া মহকুমা শাসক (এসডিএম) এবং সংশ্লিষ্ট তহশিলদার। পরিদর্শনকালে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দল সীমান্তবর্তী এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, প্রশাসনের চলমান পদক্ষেপ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। এ সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন আধিকারিকরা এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, জননিরাপত্তা ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। জেলা প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। পরিদর্শনে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, নিয়মিত নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দ্রুত হস্তক্ষেপের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, যাতে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। প্রশাসনের এই যৌথ উদ্যোগ সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জিরানীয়া মহকুমায় ২৭ হাজার ১১৬টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: জিরানীয়া মহকুমায় জল জীবন মিশনে এখন পর্যন্ত ২৭ হাজার ১১৬টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মহকুমার পুরাতন আগরতলা ব্লকে ১০ হাজার ১২৩টি, জিরানীয়া ব্লকে ৯ হাজার ৩২৪টি এবং বেলবাড়ি ব্লকে ৭ হাজার ৬৬৯টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জল জীবন মিশনে জিরানীয়া মহকুমার বেলবাড়ি ব্লকে ৬৮টি ডিপ টিউবওয়েল, ১৩২টি স্মলবোর টিউবওয়েল, ১৬টি আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে। জিরানীয়া ব্লকে ৬৯টি ডিপ টিউবওয়েল, ৯৭টি স্মলবোর ডিপ টিউবওয়েল ও ৪৪টি আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে। পুরাতন আগরতলা ব্লকে ৬২টি ডিপ টিউবওয়েল, ৪০টি আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে।

২১ আগস্ট থেকে খোয়াইয়ে বিশেষ লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: আগামী ২১ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, খোয়াই জেলার উদ্যোগে একটি বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে খোয়াই জেলা আদালতে।

এই ক্ষেত্রে অনলাইন এবং অফলাইন উভয় মাধ্যমেই পক্ষগণের অংশগ্রহণের সুযোগ উপলব্ধ থাকবে। এই উদ্যোগের মূল থিম হচ্ছে 'সহজ সমাধান, শান্তিপূর্ণ সমাজ ও শক্তিশালী ন্যায়বিচার'। এই উদ্যোগ পারস্পরিক সম্মতি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি কার্যকর সুযোগ প্রদান করবে।

বিশেষ লোক আদালতের মামলার বিভাগসমূহ হচ্ছে ব্যাংকিং সংক্রান্ত মামলা, দেওয়ানী আইন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা, ভোক্তা বিরোধ, ফৌজদারি আইন, পারিবারিক আইন, শ্রম ও শিল্প আইন, ভূমি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন, সম্পত্তি কর, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি প্রাঙ্গণ (উচ্ছেদ) আইন, চাকরির সংক্রান্ত ক্ষতি, ট্রান্সফার পিটিশন প্রভৃতি। এক্ষেত্রে কোন আদালত ফি নেওয়া হবে না এবং লোক আদালতের রায় চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক। আরো তথ্য ও সহায়তার জন্য যোগাযোগের উদ্দেশ্যে একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে।

হেল্পলাইন নম্বর ১৫১০০। অথবা খোয়াই জেলা কোর্টে ও যোগাযোগ করা যাবে। তাছাড়া https://khowaitrp.dcourts.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

বিএসএফ পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে আটক ব্যক্তি, পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ১ জুন: বিএসএফের কর্মী পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন পানিসাগর বাজারের ব্যবসায়ীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত প্রায় দুই বছর ধরে পানিসাগর বাজার, চামটিলা, বিলথৈসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে ওই ব্যক্তি নিজেকে বিএসএফের সদস্য বলে পরিচয় দিতেন। অভিযোগ, কখনও বিভিন্ন দোকান থেকে টাকা ধার নেওয়া, আবার কখনও নানা অজুহাতে পণ্যসামগ্রী নিয়ে গিয়ে একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তিনি।

অভিযুক্তের নাম উত্তম চাকমা। তিনি উনকোটি জেলার উজান মছমারা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিলেন প্রতারিত ব্যবসায়ীরা। অবশেষে শনিবার তাকে আটক করে পানিসাগর থানায় নিয়ে যান তারা।

পরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পানিসাগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের মাধ্যমে প্রতারণার এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং অন্য কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আগরশিল্পের বিকাশে উত্তর ত্রিপুরায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আগরতলা, ১ জুন: ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী আগরউড শিল্পের বিকাশে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো উত্তর ত্রিপুরার কদমতলায়। সোমবার কদমতলায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় আগরউড স্কিল ট্রেনিং সেন্টারের। নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কর্পোরেশন (নেরাম্যাক) এবং ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিকস লিমিটেড (ন্যাকফ)-এর যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কদমতলা ডংবরত কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি হলে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে কেন্দ্রটির শুভ সূচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাকফের ইনচার্জ নীতিন কুমার, কদমতলা ব্লকের চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, অল ত্রিপুরা আগর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শৈলেন্দ্র নাথ, নেরাম্যাকের ইনচার্জ অমন রাউত, ব্লক অফিসার উৎপল দাস, ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস এবং মহকুমা বনাধিকারিক সুপ্রিয়া দেবনাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা ত্রিপুরার আগরউড শিল্পের বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের মতে, এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব সমাজ আগরউড প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আধুনিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আগরউড শিল্প আরও সংগঠিত ও টেকসই ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে। বিশেষ করে কদমতলা, চুড়াইবাড়ি, বাঘান এবং ফুলবাড়ি এলাকার আগর চাষিরা এই কেন্দ্র থেকে সরাসরি উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন। উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেন, আগরউড স্কিল ট্রেনিং সেন্টার স্থানীয় মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাবার স্মোক হাউসে ভয়াবহ আগুন, অল্পেতে রক্ষা বসতবাড়ি

আগরতলা, ১ জুন : আজ সকালে বীরচন্দ্রনগর এলাকায় একটি রাবার স্মোক হাউসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে মুহূর্তের মধ্যে তা স্মোক হাউসের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখতে পেয়ে দ্রুত দমকলবাহীনিকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্মোক হাউসের একেবারে কাছেই কয়েকটি বসতবাড়ি থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

লাইট হাউস প্রকল্পে দীর্ঘসূত্রিতা, টিউডিএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আগরতলা, ১ জুন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান না হওয়ায় আজ ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (টিউডিএ)-র কার্যালয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন বর্ডার গোলচক্কর এলাকার লাইট হাউস আবাসন প্রকল্পের একাধিক গ্রাহক।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০২২ সালের মধ্যেই ফ্ল্যাট হস্তান্তরের আশ্বাস দেওয়া হলেও প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও এখনও তারা নিজেদের ফ্ল্যাটের দখল পাননি। অনেকেই দুই থেকে তিন কিস্তিতে অর্থ জমা দিয়েছেন, কিন্তু প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতির বলে অভিযোগ।

এক বিক্ষোভকারী জানান, নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলাম একটি স্থায়ী বাড়ির আশায়। কিন্তু আজ সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, টিউডিএ কর্তৃপক্ষ বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। তাদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করতে হবে, অন্যথায় জমা নেওয়া অর্থ সুদ-সহ ফেরত দিতে হবে।

আরেকজন উপভোক্তা বলেন, যদি ফ্ল্যাট দিতে না পারে, তাহলে আমাদের টাকা অবিলম্বে সুদ-সহ ফেরত দিতে হবে। আর অপেক্ষা করার মতো পরিস্থিতিতে আমরা নেই।

জানা গেছে, টিউডিএ কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বর ২০২৬ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের আশ্বাস দিয়েছে। তবে এই প্রতিশ্রুতিতেও আস্থা রাখতে পারছেন না গ্রাহকরা। তাদের দাবি, বর্তমানে যে গতিতে নির্মাণকাজ চলছে, তাতে আগামী সাত-আট বছরেও ফ্ল্যাট পাওয়া অনিশ্চিত।

এদিন বেশ কয়েকজন গ্রাহক মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করছি।

দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিশ্চয়তার কারণে প্রকল্পের গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ডিসেম্বর ২০২৬ সালের মধ্যেও যদি ফ্ল্যাট হস্তান্তর না করা হয়, তাহলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন এবং সুদ-সহ টাকা ফেরতের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করবেন।

এক গ্রাহকের কথায়, আমাদের আর উপেক্ষা করা চলবে না। আমরা দ্রুত সমাধান চাই, আর সেটাই এখন সময়ের দাবি।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান”কে এলাকাবাসীর সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১ জুন:- দীর্ঘ ৩৯ বছরের কর্মজীবন সফলভাবে সম্পন্ন করে সোমবার নিজ বাড়িতে ফিরলেন অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান জয়কান্ত সোনোয়াল। তিনি ১৯৮৭ সালে ১২১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফে যোগদান করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর সোমবার সকাল দশটায় গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর নতুন টাউন হল সংলগ্ন চাকমা পাড়ায় তার বাড়িতে পৌঁছালে এলাকাবাসীরা তাকে দেখতে ভিড় করে। এর আগে অমরপুর-গন্ডাছড়া সড়কের গাছবাগান এলাকায় চাকমা সমাজ ও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তাকে ফুল, মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে বাজনা বাজিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পদযাত্রার মাধ্যমে নারায়ণপুর বাজার হয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী সতী চাকমা, চাকমা সমাজের কারবারি সুভাষ চাকমা, পান্ডব চাকমা, সমাজসেবিকা বর্ণা দাস মণ্ডল, পুষ্প দাস, জয় কুমারী চাকমাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী। জয়কান্ত সোনোয়াল জানান, দীর্ঘ কর্মজীবনে দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পেরে তিনি গর্বিত।অবসরের পর এলাকাবাসীর ভালোবাসা ও সম্মান পেয়ে তিনি অভিভূত। পাশাপাশি দেশের যুবসমাজকে দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশালগড়ের রাউৎখলা এলাকায় দুঃসাহসিক চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার উধাও

বিশালগড়, ১ জুন: বিশালগড়ের রাউৎখলা এলাকায় এক বাড়িতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, বাড়ির মালিক পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগে চোরের দল বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয়। জানা গেছে, রাউৎখলা এলাকার বাসিন্দা উত্তম কুমার রায় গত ১৭ মে পরিবারকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেড়াতে যান। কয়েকদিন পর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তিনি খবর পান যে তাঁর বাড়ির দরজা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করেন।

অধিক টাকার প্রকল্প, ফল শূন্য, চাকমাঘাটের নৌকাঘাট এখন সরকারি অর্থ অপচয়ের জীবন্ত নজির

তেলিয়ামুড়া, ১ জুন : সরকারি অর্থ ব্যয় করে জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন হলেও বাস্তবে তার সুফল পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। এমনই অভিযোগ উঠেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাটে নির্মিত নৌকাঘাট ও বনদপ্তরের বিট অফিসকে ঘিরে। স্থানীয়দের দাবি, কোটি টাকার সরকারি প্রকল্প বর্তমানে অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার কারণে কার্যত অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। ২০২৪ সালের ১০ মার্চ খোয়াই নদীর তীরে নির্মিত চাকমাঘাট নৌকাঘাটের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। মুঙ্গিয়াকামী রেঞ্জের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং স্থানীয় মানুষের আয়ের নতুন পথ তৈরি করা। কিন্তু উদ্বোধনের দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির বর্তমান চিত্র হতাশাজনক। নৌকাঘাটের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। নদীর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে পড়ে থাকা নৌকাগুলোতেও এখন আর পর্যটকদের আনাগোনা নেই। সর্বত্র অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রের তুলনায় এখানে নৌকা ভাড়া তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফলে পর্যটকদের আগ্রহ দ্রুত কমে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। তাঁদের মতে, যথাযথ পরিকল্পনা ও বাজার সমীক্ষার অভাবেই প্রকল্পটি ব্যর্থতার মুখে পড়েছে।

শুধু নৌকাঘাট নয়, তার পাশেই অবস্থিত বনদপ্তরের চাকমাঘাট ফরেস্ট বিট অফিস নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, অফিসে কোনও কর্মী উপস্থিত নেই এবং ভবনটি তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ দিনই একই পরিস্থিতি থাকে। রাতের বেলায় কেবল একজন বনরক্ষী পাহারার দায়িত্ব পালন করেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বনদপ্তর সংক্রান্ত সামান্য কাজের জন্যও তাঁদের তেলিয়ামুড়া যেতে হয়। ফলে স্থানীয়ভাবে বিট অফিস নির্মাণের উদ্দেশ্য কতটা পূরণ হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জনসেবামূলক কার্যক্রম না থাকলে এই অবকাঠামো নির্মাণের যৌক্তিকতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর তৎকালীন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে চাকমাঘাট ফরেস্ট বিট অফিসের উদ্বোধন করেছিলেন। তবে বর্তমানে অফিসটির কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

এলাকার মানুষের দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর অবিলম্বে নৌকাঘাট ও বিট অফিসের প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। অন্যথায় উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা এই প্রকল্পগুলি ভবিষ্যতে সরকারি অর্থ অপচয়ের উদাহরণ হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas